দি-বাইসেন্টিনিয়াল ম্যান

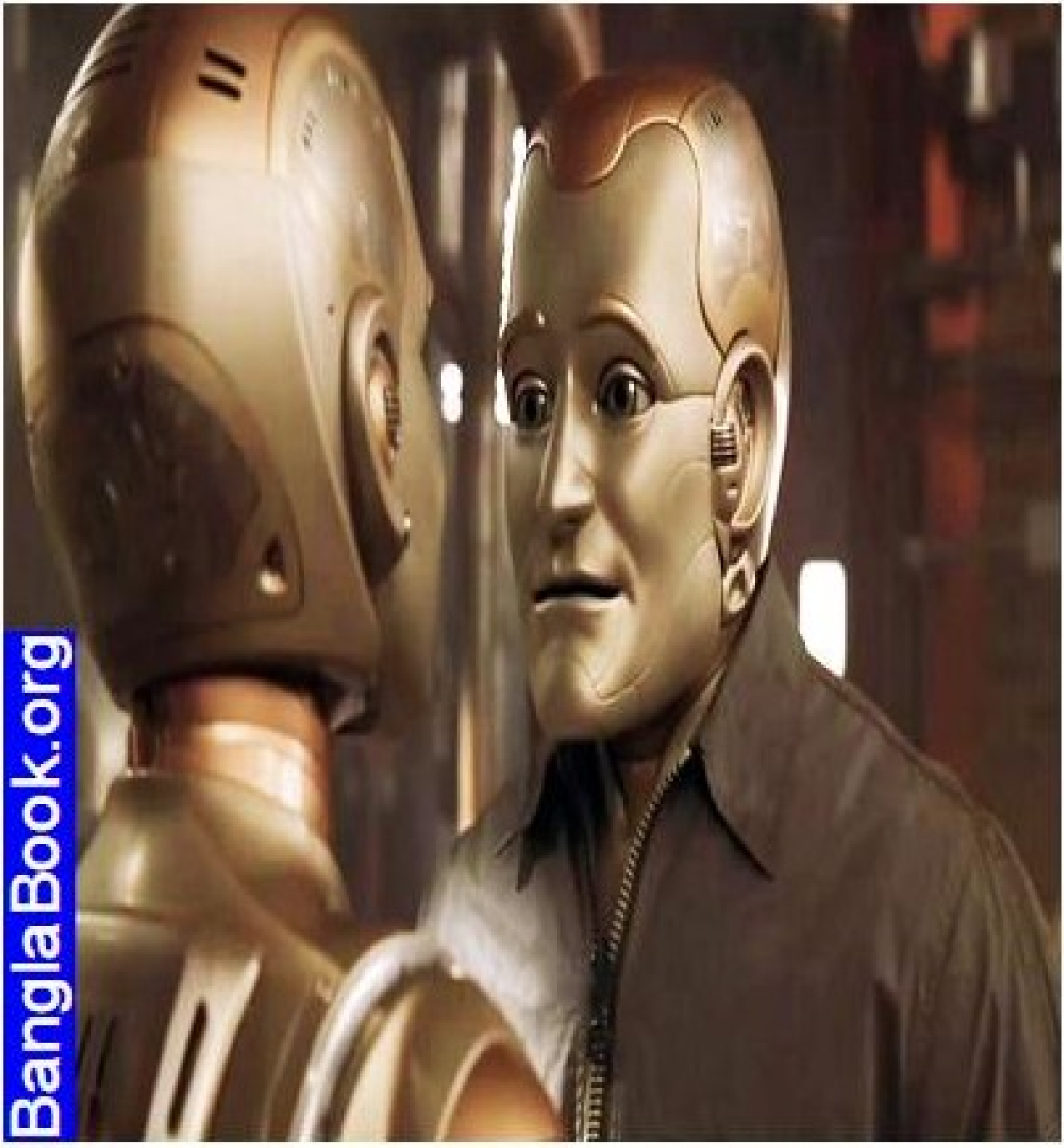

BanglaBook.org

আইজ্যাক আসিমভ

www.BanglaBook.org

শুধু জীবনের জন্য

মাহমুদুল হোসেন

গল্প শুরুর আগে

[রোবট নিয়ে গল্প। এ গল্পের রোবটদের সম্পর্কে সাধারণ কিছু তথ্য মনে রাখলে গল্পটা পড়তে সুবিধে হবে। এ গল্পের রোবটদের মস্তিষ্ক বা ব্রেন প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়াম ধাতু দিয়ে তৈরি। এদের ব্রেন পথ বা মস্তিষ্ক পথরেখা পজিট্রন কণার উৎপাদন ও ধ্বংসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই 'পজিট্রনিক রোবট'রা রোবটবিদ্যা বা রোবটিক্সের তিনটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলে।

রোবটিক্সের তিনটি সাধারণ নিয়ম হলো:

১। রোবটরা কোনো সময় মানুষকে আঘাত করতে পারে না, কিংবা নিষ্ক্রিয় থেকে মানুষের ক্ষতি হতে দিতে পারে না।

২। রোবটরা সবসময় যে-কোনো মানুষের যে-কোনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদেশ পালন করে, কেবলমাত্র সেই সব অবস্থা ছাড়া যে-সব অবস্থায় আদেশটি রোবটিক্সের প্রথম নিয়মের বিরুদ্ধে যায়।

৩। রোবটরা ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মরক্ষার প্রক্রিয়াটি রোবটিক্সের প্রথম বা দ্বিতীয় আইনের বিরুদ্ধে না যায়।

গল্পটিতে যে-সব কারিগরী তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো পদার্থ বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক বিষয়। অবশ্য এসব বিষয়ে তেমন জানাশোনা না থাকলেও গল্পটার সম্পূর্ণ রস আস্বাদন সম্ভব।]

এমনিতে বোঝা যায় না, বিজয়ের দু'চোখ জুড়ে অনেকখানি দুঃখ। কিন্তু তেমন করে দেখবার চোখ আর ক'জনের হয়। সাধারণ চোখে বিজয় আর সবার মতোই। চমৎকার ফিটফাট একজন মানুষ। কেবল ওর পোশাকটাই যা একটু সেকেলে ধরনের। তাও যা দিনকাল পড়েছে, এটাই যে একেবারে লেটেস্ট ফ্যাশন নয় তাই বা কে বলতে পারে। কিন্তু তেমন চোখ থাকলে দেখা যায় বিজয় একগুচ্ছ দুঃখ নিয়ে পথ চলে। অবশ্য এসব কিছুই লক্ষ্য করে না সার্জন। বিজয় এখন সার্জনের টেবিলের উল্টো দিকে গদিমোড়া চেয়ারে বসে সার্জনের নেম প্লেটটা দেখছে। পৌনে তিন লাইন জুড়ে তার ডিগ্রী। বিজয় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

'তাহলে, ডাক্তার, অপারেশনটা কবে নাগাদ হতে পারে?' সে জানতে চায়।

সার্জন সময় নেয়। ইতস্তত করে। শেষে যখন কথা বলে তখন

www.BanglaBook.org

তার গলায় একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটে ওঠে। রোবটরা যখন মানুষের সাথে কথা বলে তখন এমনটি লক্ষ্য করা যায়।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার, কার ওপর আপনি অপারেশনটি করতে চাইছেন। তাছাড়া কেনই বা এরকম একটা অপারেশন করার দরকার হবে?'

বিজয় লক্ষ্য করে সার্জনের চেহারায় যেন একটা সূক্ষ্ম-বিরোধিতার ছাপ ফুটে ওঠে। কিন্তু আজকাল যে-সব রোবট তৈরি হচ্ছে তারা কি চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারে? সার্জনের স্টেইনলেস স্টীলের মুখটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হতে পারে না বিজয়। সে রোবটটার হাত দুটো লক্ষ্য করে। আঙুলগুলো একেবারে যেন সার্জন হবার জন্যেই তৈরি। লম্বাটে, চমৎকার ডিম্বাকৃতি ডগার আঙুলগুলো এখন স্থিরভাবে টেবিলের ওপর রাখা। বিজয় কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পায়, কি দারুণ দক্ষতায় এই আঙুলগুলো ছুরি চালাতে পারে। এতোটুকু হাত কাঁপা নেই, এতোটুকু অস্থিরতা নেই, হিসেবে নেই চুল পরিমাণ ভুল। এই রোবটটা স্পেশিয়ালাইজেশনের একটি চূড়ান্ত রূপ। আর মানুষ তো এতোকাল ধরে তাই চেয়েছে, তাই না? এখন তো এমন রোবট খুব কমই তৈরি করা হচ্ছে যার নিজস্ব, পৃথক কোনো ব্রেন রয়েছে। এই রোবটটার অবশ্য কিছুটা নিজস্ব বিবেচনা শক্তি রয়েছে। তবে তা এতোই সীমিত যে সে এমন কি বিজয়কেও চিনতে পারেনি।

বিজয় আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'সার্জন, তুমি কি কখনও মানুষ হবার কথা ভেবেছো?' সার্জন ইতস্তত করে। মনে হয় প্রশ্নটি তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পজিট্রনিক পথ-রেখায় কোথাও ফিট করে না।

'কিন্তু স্যার, আমি একটা রোবট,' শেষ পর্যন্ত বলতে পারে সে।

'যদি তুমি মানুষ হতে তাহলে কি ভালো হতো?'

'বরং স্যার, আমি যদি আরো দক্ষ সার্জন হতাম তাহলে ভালো হতো। আর স্যার, আমি যদি মানুষ হতাম তাহলে কিছুতেই আরো দক্ষ সার্জন হতে পারতাম না। কেবলমাত্র আরো উন্নত-মানের রোবট হলেই তা সম্ভব হতো, স্যার। তাই আরো উন্নত-মানের রোবট হতে পারলেই আমি খুশি হতাম।'

'এই যে আমি ইচ্ছে করলেই তোমাকে আদেশ করতে পারি, এটা তোমাকে আহত করে না? এই যে আমি ইচ্ছে করলেই তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি, বসিয়ে রাখতে পারি, ডানে কিংবা বামে ঘোরাতে পারি···পারি কেবল মুখে তোমাকে আদেশ করেই, এটা তোমাকে দুঃখিত করে না?'

'স্যার, আপনার সেবা করতে পারাটাই আমার আনন্দ। আপনার আদেশ কেবল আমি তখনই পালন করবো না যখন সেটা আপনার বা অন্য কোনো মানুষের প্রতি আমার সাধারণ দায়িত্বের পরিপন্থী হবে। আপনি তো, স্যার, জানেনই, রোবটিক্সের প্রথম নিয়ম হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ববান হতে হবে। এটা রোবটিক্সের বাধ্যতামূলক কাজগুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, আমরা একটি অপারেশন নিয়ে কথা বলছিলাম, স্যার। কার ওপর অপারেশনটি করতে হবে আমাকে?'

'আমার ওপর।'

'কিন্তু তা তো অসম্ভব, স্যার। এটা নিশ্চিতভাবে একটা ক্ষতি-

www.BanglaBook.org

কর অপারেশন।'

'তাতে কিছুই আসে যায় না,' বিজয় খুব শান্তভাবে বলে।

'কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন, আমি কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারি না,' সার্জনের গলায় প্রায় আবেদনের স্বর ফুটে ওঠে।

'তুমি না হয় একজন মানুষের ক্ষতি করতে পারো না,' চোখ থাকলে, দেখবার চোখ থাকলে, দেখা যায় বিজয় কি দারুণভাবে কাতর। সে শেষ পর্যন্ত বলে, 'কিন্তু, আমি তো বিজয়, একটা রোবট।'

বিজয়কে প্রথম যখন তৈরি করা হয়েছিলো তখন সে দেখতে আর দশটা রোবটের মতোই ছিলো। সেটা ছিলো রোবটিক্সের প্রথম যুগ। বিজয় ছোট একটি পরিবারের ঘরগেরস্থালির কাজে নিযুক্ত হয়েছিলো। চারজনের পরিবারে ছিলেন স্যার, ম্যাডাম, বড় আপা, আর ছোট আপুমনি। বিজয় তাদের সবারই নাম জানতো। কিন্তু কখনই তাদের কাউকে নাম ধরে ডাকেনি। স্যারের নাম ছিলো শওকত চৌধুরী।

বিজয়ের নিজের ক্রমিক নম্বর ছিলো এম ডি আর···বিজয় ভুলে গেছে। আসলে সে মনে রাখতে চায়নি। চাইলে সে কিছুতেই ভুলতো না। ছোট আপুমনিই প্রথম তাকে বিজয় বলে ডেকেছিলো। সে কিন্তু বিজয়ের যান্ত্রিক নামটা উচ্চারণ করতে পারতো না। সেই থেকে বিজয় সবার কাছেই বিজয় হয়ে গিয়েছিলো।

ছোট আপুমনি নব্বই বছর বেঁচেছিলো, মারা গেছে তাও তো

www.BanglaBook.org

আজ কতো কাল হয়ে গেল। ছোট আপুমনি যখন বড় হলো তখন বিজয় তাকে 'ম্যাডাম' সম্বোধন করতে চেয়েছিলো। ছোট আপুমনি রাজি হয়নি, শেষদিন পর্যন্ত সে ছোট আপুমনি হয়েই ছিলো। চৌধুরী পরিবারে বিজয়ের কাজ ছিলো গৃহভৃত্যের। কিন্তু ঘরের কাজ করার চেয়ে বড় আপা আর ছোট আপুমনির সাথে খেলাতেই তার সময় কাটতো বেশি। ছোট আপুমনি প্রায়ই একটা মজার কৌশল করতো। বলতো, 'বিজয়, আমি আদেশ করছি এখন তুমি আমাদের সাথে খেলা করবে।'

বিজয় বলতো, 'কিন্তু ছোট আপুমনি, স্যার তো আগেভাগেই আমাকে ঘরের কাজ গোছানোর আদেশ দিয়ে গেছেন।'

ছোট আপুমনি বলতো, 'বাপি তোমাকে বলেছেন যে তিনি আশা করছেন তুমি আজ গ্যারেজ পরিষ্কার করবে। একে কি সরাসরি আদেশ বলা যায়? বরং আমিই তোমাকে সরাসরি আদেশ করছি।

পরে দেখা গেল স্যারও এতে কিছু মনে করেন না। স্যার বড় আপা আর ছোট আপুমনিকে খুব ভালোবাসতেন। স্যার বিজয়ও তাদের ভালোবাসতো। অন্ততঃ তাদের সাথে আচরণে বিজয়ের যে-সব প্রতিক্রিয়া হতো মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলোকে ভালোবাসার প্রকাশ বলেই চিহ্নিত করা হয়। বিজয় একে ভালোবাসা বলেই ভাবতো। কারণ রোবটের এধরনের প্রতিক্রিয়ার কোনো প্রতিশব্দ তার জানা ছিলো না।

ছোট আপুমনির জন্যেই প্রথম বিজয় লকেট ঝোলাবার স্টিকটা তৈরি করেছিলো। আসলে ব্যাপার হয়েছিলো কি, বড় আপা

www.BanglaBook.org

তার জন্মদিনে একটা আইভরি স্টিক উপহার পেয়েছিলো। আর তাইতে ছোট আপুমনির দারুণ মন খারাপ। শেষে বিজয় পেলো একটা স্টিক বানাবার নির্দেশ। আর পেলো একটুকরো কাঠ আর একটা রান্নাঘরের ছুরি। বিজয় কাঠটি খোদাই করে চমৎকার একটা ডিজাইন করেছিলো। স্টিকটা পেয়ে ছোট আপুমনি তো মহা খুশি। বলেছিলো, 'কি সুন্দর ডিজাইন, বিজয়! দাঁড়াও, বাপিকে দেখালে কি মজাই না হবে!'

স্যার কিন্তু প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি। শেষে বিজয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সত্যিই তুমি এটা তৈরি করেছো, বিজয়?'

'জ্বী, স্যার।'

'ডিজাইনটা তোমার নিজের?'

'জ্বী, স্যার।'

'তুমি ডিজাইনটি কোনো কিছু থেকে কপি করোনি বলতে চাও?'

'না, স্যার। এটা একটা জ্যামিতিক নক্সা। আমার মনে হয়েছে কাঠের ওপর চমৎকার মানাবে।'

পরের দিন স্যার বড় মাপের এক টুকরো কাঠ আর একটা ইলেকট্রিক ছুরি এনে দিলেন। বললেন, 'এটা দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে একটা কিছু বানাও তো। আমি দেখতে চাই।'

স্যারের সামনে বসেই বিজয় চমৎকার একটা নক্সা তৈরি করলো। এরপর বিজয়কে আর গৃহভৃত্যের কাজ করতে হয়নি। ওকে আসবাবপত্র তৈরির কৌশল শিখে নেবার নির্দেশ দেয়া হলো। বিজয় খুব দ্রুত ডেস্ক, কেবিনেট এসব বানাতে শিখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেললো।

স্যার আশ্চর্য হয়ে বলতেন, 'বিজয়, জিনিসগুলো কিন্তু দারুণ হচ্ছে হে।'

বিজয় বলতো, 'স্যার, আমি ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করছি।'

'উপভোগ!'

'এই কাজটা করার সময় আমার ব্রেনের সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহ অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে যায়, স্যার। আমি শুনেছি আপনারা উপভোগ শব্দটি ব্যবহার করেন। আমার মনে হয় আমি যা বোধ করছি একে "উপভোগ" বলে চিহ্নিত করা যায়। সত্যি আমি কাজটি উপভোগ করছি, স্যার।'

শওকত চৌধুরী ছিলেন পার্লামেন্টে স্থানীয় এলাকার প্রতিনিধি। আসলে ওই পদমর্যাদার জন্যেই বিজয়কে পেয়েছিলেন তিনি। একদিন বিজয়কে সাথে করে 'রোবট অ্যাণ্ড মেটাল মেন কর্পোরেশন'-এর অফিসে যেয়ে হাজির হলেন। নিজের প্রভাব খাটিয়ে দেখা করলেন কর্পোরেশনের প্রধান রোবোবিজ্ঞানী ফয়সল খানের সাথে। ফয়সল খান পুরো মনোযোগের সাথে শওকত চৌধুরীর বক্তব্য শুনলেন। কখনও ভুরু চকে, কখনও আঙুল দিয়ে টেবিলে তবলা বাজিয়ে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, রোবটিক্স কোনো নিখুঁত শিল্পকর্ম এমন দাবি আমরা করি না। ব্যাপারটা হয়তো আপনাকে পুরোপুরি বোঝাতে পারবো না। কিন্তু যে অংক শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে রোবটদের ব্রেনের পজিট্রনিক পথ-রেখার ছক তৈরি করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় সেটা এতোই জটিল যে একটা সমস্যার মোটামুটি সমাধানের বেশি কিছু এদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। আপনার যদি বিজয়কে নিয়ে কোনো অসন্তোষ থাকে তাহলে ওকে বদলে…'

'নিশ্চয়ই না,' স্যার বললেন। 'আমি কি একবারও বলেছি বিজয় তার দায়িত্ব পালন করতে পারছে না? বরং বলতে চাইছি, সে তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের পর চমৎকার কাঠের কাজ করছে। নানারকম ডিজাইনে, নানা অলংকারে প্রত্যেকবারই নতুন কিছু সৃষ্টি করছে। আমি বলতে চাইছি বিজয় যা করছে তা শিল্পকর্মের পর্যায়ে পড়ে।'

ফয়সাল খানকে দেখে মনে হলো যে ভদ্রলোক বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। 'আশ্চর্য ব্যাপার! আমরা অবশ্য সাধারণ পথ-রেখা তৈরির একটা চেষ্টা ইদানীং করেছিলাম, কিন্তু …আচ্ছা, সত্যি কি আপনি মনে করেন বিজয় যা করছে তার শিল্পমূল্য রয়েছে?'

'আপনি নিজেই পরখ করে দেখতে পারেন।' স্যার ফয়সল খানের দিকে এক টুকরো কাঠ এগিয়ে দিলেন। বিজয় ওই কাঠটি খোদাই করে চমৎকার একটা দৃশ্যপট রচনা করেছিলো। ছবিটি ছিলো একটি খেলার মাঠের। এতো ছোট, আর সূক্ষ্ম কাজ, আর এতো চমৎকার রকম আনুপাতিক যে ফয়সাল খান একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

'বিজয় এই জিনিস তৈরি করেছে? নাহ্, এটা একেবারে দৈব ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। যতদূর সম্ভব ওর পথ-রেখায় কোনো অজানা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা এরকম আর কোনো রোবট তৈরি করতে পারবেন?'

'আমার বিশ্বাস, না,' ফয়সাল খান চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন।

'চমৎকার। বিজয় যে একটি অনন্য রোবট এটা খুবই খুশির কথা,' স্যারের গলায় গর্ব ফুটে উঠলো।

ফয়সাল খান বললেন, 'আমার ধারণা, পরীক্ষার জন্যে কর্পোরেশন বিজয়কে ফেরত চাইতে পারে।'

হঠাৎ করে স্যারের গলা কঠিন হয়ে উঠলো, 'ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারেন। ওকে আমি ফেরত দিচ্ছি না।' বিজয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'বিজয়, বাড়ি চলো।'

বিজয় শান্তভাবে বললো, 'চলুন, স্যার।'

বড় আপা ইদানীং ছেলে বন্ধুদের নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর তাই বিজয়ের সবটুকু সময় এখন ছোট আপুমনির দখলে। ছোট আপুমনি অবশ্য এখন আর ততখানি ছোট নয়। ছোট আপুমনিই প্রথম স্যারকে বললো যে বিজয়ের তৈরি করা জিনিসগুলো এমনি বিলিয়ে দেয়ার কোনো মানে হয় না।

'এখন থেকে যে চাইবে সে এসব জিনিস কিনে নেবে,' ছোট আপুমনি বললো।

স্যার বললেন, 'লুনামনিকে মনে হচ্ছে টাকার নেশায় পেয়ে বসলো!'

'আমাদের জন্যে না, বাপি। কিন্তু শিল্পী তো তার পারিশ্রমিক পেতে পারে।'

www.BanglaBook.org

শিল্পী ? বিজয় শব্দটি আগে কখনও শোনেনি। এক ফাঁকে অভিধান খুলে মানেটা দেখে নিলো সে।

একদিন স্যারের সাথে আবার বাইরে যাওয়া হলো। সেবার স্যার দেখা করলেন তাঁর আইনজীবী বন্ধু ইউসুফ জায়ীর সাথে। বিখ্যাত ল ফার্ম 'জাস্টিস কনসালটেন্টস' এর কর্তা ইউসুফ জায়ী। মোটাসোটা আমুদে চেহারার ভদ্রলোক। কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণ চোখ দুটোই বলে দেয় কি দারুণ বুদ্ধির দীপ্তি খেলে যেতে পারে এই মানুষটার ভেতর। স্যার তাকে বিজয়ের তৈরি একটা চমৎকার ব্রোঞ্জ ফলক দিলেন। ভদ্রলোক ফলকটা দেখতে দেখতে বললেন, 'চমৎকার···আমি অবশ্য সবই শুনেছি। এটা তোমার রোবট বিজয়ের কীর্তি।···এ ই তো বিজয়, তাই না ?' বিজয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

স্যার বললেন, 'ইউসুফ, এটার দাম কতো হবে বলে তোমার মনে হয় ?'

'বলতে পারবো না। আমার তো এসব সংগ্রহের নেশা নেই।'

'তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এই ছোট্ট জিনিসটার জন্যে লোকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইছে। বিজয়ের তৈরি একটা চেয়ার বিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে। ব্যাংকে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা এরই মধ্যে জমে গেছে।' স্যারের কথা শুনে উকিল সাহেব চোখ কপালে তুললেন কিন্তু তার আমুদে ভঙ্গিটা গেল না।

'ইয়া আল্লা। তুমি তো এবার সত্যি বড়লোক হয়ে যাবে।'

'পুরো নয়, অর্ধেক,' স্যার বললেন। 'অর্ধেক টাকা আমি বিজ-

www.BanglaBook.org

য়ের নামে ব্যাংকে জমা করছি।'

'বলো কি!'

'হ্যাঁ, আমি তোমার কাছে জানতে চাই এটা আইনসঙ্গত হচ্ছে কি না।'

'আইনের কথা বলছো?' চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে একটু ভেবে নিলেন ইউসুফ জায়ী।

'কি জানো, এ ধরনের আর তো কোন দৃষ্টান্ত নেই। সে যাক, কিন্তু বিজয় সব কাগজপত্র সই করলো কিভাবে?'

বিজয় ওর নাম সই করতে পারে। ওকে আমি ব্যাংকে নিয়ে যাইনি। ওকে দিয়ে সব সই-টই করিয়ে তারপর নিজে ব্যাংকে গিয়ে ফর্মালিটিগুলো সেরেছি। আচ্ছা, এখন বলো দেখি, এ-ব্যাপারে আর কি করা যেতে পারে?' স্যার জানতে চাইলেন।

'উম্...' ইউসুফ জায়ীর চোখ আবার বুজে গেল। বিজয়ের পজিট্রনিক পথ-রেখায় কেমন হালকা একটা অনুভূতি হলো। হাসি? একেই কি হাসি বলে মানুষ?

ইউসুফ জায়ী বললেন, 'একটা ট্রাস্ট গঠন করা যেতে পারে। তাতে বিজয়ের স্বার্থ রক্ষা করা সহজ হবে। আর, খুব জোরে-শোরে কিছু করতে যাওয়ার দরকারও নেই। বিজয়ের সম্পত্তির মালিক হওয়া নিয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে আগে তাকে মামলা করতে দাও।'

'যদি মামলা হয় তুমি বিজয়ের হয়ে লড়বে?'

'পারিশ্রমিক পেলে লড়বো।' আমোদে চকচক করে উঠলো উকিল সাহেবের চোখ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কৃত্রিম গম্ভীর গলায় স্যার বললেন, 'কতো পারিশ্রমিক জানতে পারি কি ?'

'যেমন ধরা যাক, এই ব্রোঞ্জ ফলকটি।' ইউসুফ জায়ী এবার সত্যিই হাসলেন। হাসলেন স্যারও। বললেন, 'চমৎকার।'

ওরা যখন বিদায় নিচ্ছিলো তখন ইউসুফ জায়ী বিজয়কে জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকার মালিক হয়ে তোমার কেমন লাগছে, বিজয় ?'

'ভালো, স্যার।'

'টাকা দিয়ে কি করবে কিছু ভেবেছো ?'

'প্রথমে আমার নিজের মেরামত আর টুকিটাকি পরিবর্তনের খরচ মেটাবো। এ টাকাটা এতোদিন স্যারের পকেট থেকে যাচ্ছিলো। এবার থেকে নিজের শরীরের দায়িত্ব নিজেই নেবো, স্যার।'

খরচের প্রয়োজনও দেখা দিচ্ছিলো। রোবটিক্স খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলো। নতুন নতুন কারিগরি সুবিধা সমৃদ্ধ রোবট তৈরি হচ্ছিলো। স্যার সব সময় চাইতেন বিজয় যেন একেবারে সর্বশেষ মডেলের রোবটের মতো হয়। তাই ছোটোখাটো পরিবর্তনের জন্যে প্রায়ই বিজয়কে রোবট কর্পোরেশনে নিয়ে যেতেন তিনি। ওরা এসবের জন্যে খুব চড়া দাম হাঁকতো। বিজয় একরকম জবরদস্তি করেই এ খরচটা নিজের পকেট থেকে দিতো। এভাবে বিজয় নতুন প্রযুক্তির সাথে সমান তালে পা ফেলে অত্যন্ত উন্নতমানের, আধুনিকতম এক ধাতব মানবে পরিণত হতে থাকলো।

শুধুমাত্র বিজয়ের পজিট্রনিক পথ-রেখা অর্থাৎ, ওর ব্রেনের গঠনে কোনো পরিবর্তন করা হলো না। এ ব্যাপারে স্যারের

www.BanglaBook.org

কঠোর নিষেধ ছিলো।

'নতুন রোবটগুলো তোমার তুলনায় একেবারে যা-তা, বিজয়,' স্যার প্রায়ই বলতেন। 'কোম্পানী এখন এমন পথ-রেখা তৈরি করছে যেগুলো একেবারে চুলচেরা সঠিক হিসেবে নিখুঁত। নতুন রোবটগুলো ব্যতিক্রমী কিছু করতে পারে না। ওদের যে-জন্যে তৈরি করা হয়েছে তাছাড়া কুটোটি নাড়ার ক্ষমতাও ওদের নেই। বুঝলে, বিজয়, তোমার সাথে ওদের তুলনাই হয় না।'

বিজয় বলতো, 'অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

স্যার বলতেন, 'পুরো ব্যাপারটার কৃতিত্ব অবশ্য তোমারই। যখনই কর্পোরেশনের ফয়সাল খান তোমার সম্পর্কে জানতে পারলো তখনই ওরা সাধারণ পথ-রেখা তৈরির প্ল্যান বাতিল করে দিলো। আসলে ওরা অনিশ্চয়তা একদম পছন্দ করে না।...তুমি জানো, পরীক্ষা করার জন্যে কতোবার ওরা তোমাকে ফেরত চেয়েছে? ন'বার। কিন্তু আমি রাজি হইনি। শুনেছি ফয়সাল খান রিটায়ার করেছে। এবার হয়তো কিছু শান্তি পাওয়া যাবে।'

স্যারের চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে ততদিনে। পাতলা হয়ে আসা চুলগুলো এখন একদম সাদা। মুখের চামড়া এখন আর আগের মতো দৃঢ় নয়, চোখের নিচে ক্লান্তির ছাপ। ওদিকে বিজয় কিন্তু দিনদিন দেখতে আরো সুন্দর হচ্ছে।

ম্যাডাম তখন ইউরোপে। বড় আপা ল্যাটিন আমেরিকায় স্প্যানিশ কবিতা নিয়ে মাতামাতি করছেন। ওঁরা চিঠি লেখেন কালে ভদ্রে। ছোট আপুমনি চাচাতো ভাইকে বিয়ে করে চৌধুরীই রয়ে গেল। কাছেই বাড়ি তার। ছোট আপুমনি বলতো

www.BanglaBook.org

বিজয়কে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। প্রথম যখন তার বাচ্চা হলো বিজয়ই তাকে বোতলে করে দুধ খাওয়াতো। বিজয় তাকে ডাকতো 'ছোটো স্যার' বলে।

ছোটো স্যারের জন্মের পর বিজয় সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললো। সে বুঝতে পারছিলো নাতীকে কাছে পেয়ে স্যারের আর ততটা নিঃসঙ্গ লাগবে না। শেষে একদিন কথাটা পাড়লো বিজয়। 'স্যার, আপনি যেভাবে আমাকে টাকা খরচ করতে দিয়েছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'আরে সে তো তোমারই টাকা। এতে কৃতজ্ঞতার কি আছে, হেঁ!'

'সে স্যার, আপনি ইচ্ছে করে ব্যবস্থা করেছেন বলেই। আমার ধারণা, আপনি যদি টাকাটা নিজে নিতে চাইতেন আইন বরং আপনাকে সমর্থনই করতো।'

'আইনের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে কোনোভাবেই আমি তা করতাম না, বিজয়। তুমি জানো, লুনাও আমাকে তা করতে দিতো না।'

'সব খরচ আর ট্যাক্স মিটিয়ে ব্যাংকে এখন আমার প্রায় ২৫ লাখ টাকা জমা পড়েছে। এ টাকাটা আমি আপনাকে দিতে চাই, স্যার,' বিজয় বললো।

'অসম্ভব, বিজয়! এসব পাগলামো ছাড়ো,' স্যার বললেন।

'স্যার, আমি আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস কিনে নেবো। তার দাম হিসেবেই টাকাটা আপনার প্রাপ্য।'

'কিনে নেবে? কি কিনে নেবে তুমি?' স্যার অবাক হলেন।

www.BanglaBook.org

বিজয় শান্তভাবে বললো, 'আমার স্বাধীনতা, স্যার।'

'তোমার কি?'

'আমি আমার স্বাধীনতা কিনে নিতে চাই, স্যার।'

স্যার ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে পারেননি। আসলে যাকে একবার নিজের অধীন বলে জানা যায় তাকে হয়তো ভালোবাসা যায়, কিন্তু তাকে মুক্তি দেয়া বড় কঠিন। স্যার প্রথমে কোনো যুক্তিই শুনতে চাইছিলেন না। শেষে ছোট আপুমনি বিজয়ের সামনেই স্যারকে চেপে ধরলেন। 'বাপি, তুমি ব্যাপারটাকে এতোটা জটিল বলে ভাবছো কেন, বলো তো? বিজয় স্বাধীনতা পেলেই কি আকাশ ভেঙে পড়বে? ওতো আমাদের কাছেই থাকবে। আর তুমি রোবটিক্সের নিয়ম জানো না? ও স্বাধীন হোক আর যাই হোক আমাদের বাধ্য ওকে থাকতেই হবে। ওকে যে তৈরিই করা হয়েছে সেভাবে।...আসলে বিজয় যা চাইছে তা হলো একটা যুখের কথা মাত্র। এতে এমন কি দোষ, বলো? বিজয় আমাদের জন্যে এতোকাল ধরে যা করেছে তার বিনিময়ে এটুকুও পেতে পারে না?...বাপি, তোমাকে বলে রাখি, আমি বিজয়ের স্বাধীনতার পক্ষে। আমরা দুজনে এ নিয়ে বহুদিন থেকেই আলাপ করছি।'

'বহুদিন থেকেই আলাপ করছো?' স্যার অবাক হলেন।

'হ্যাঁ। কেবল তুমি দুঃখ পাবে ভেবেই কথাটা তোলা হয়নি। এবার আমিই জোর করে ওকে দিয়ে কথাটা পাড়িয়েছি।'

'কিন্তু লুনা, বিজয় স্বাধীনতার কি বোঝে? ও তো একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোবট।'

'বাপি, তুমি বিজয় সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো না। ও লাইব্রেরীতে বসে প্রচুর পড়াশোনা করেছে। সব ব্যাপারেই ওর একটা নিজস্ব বিশ্বাস আর মতামত গড়ে উঠেছে। আর এটাই তো ওর ব্যক্তি সত্তার সবচেয়ে বড় পরিচয়, তাই না?'

স্যার অবশ্য তবু শান্ত হতে পারেননি। কঠিন গলায় বিজয়কে বললেন, 'আমি তোমাকে আইনের অনুমতি ছাড়া মুক্তি দিতে পারি না। আর ব্যাপারটা যদি কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় তাহলে শুধু তোমার স্বাধীনতার স্বপ্নই ভেঙে যেতে পারে তাই নয়, তোমার টাকাগুলোও মার যেতে পারে। আইন হয়তো বলবে যে কোনো রোবট সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। ভেবে দেখো তোমার একটা বাজে খেয়ালের জন্যে তুমি সব খোয়াবার ঝুঁকি নেবে কি না।'

'স্বাধীনতা এক অমূল্য সম্পদ, স্যার,' বিজয় শান্তভাবে বললো। 'এমনকি শুধু স্বাধীনতার সম্ভাবনার জন্যে আমি আমার সবকিছু খোয়াতে রাজি আছি।'

মানুষের স্বার্থপরতার শিকার হলো বিজয়। জনমত সরাসরি বিজয়ের স্বাধীনতার বিপক্ষে গেল। কোর্টে স্থানীয় এটর্নি পরিষ্কার বললেন, 'স্বাধীনতা শুধু মানুষের অধিকার। এই পৃথিবীতে, চাঁদে, এবং মঙ্গলগ্রহের কলোনীতে আর কোনো সত্তা বা অস্তিত্ব স্বাধীনতা পেতে পারে না।'

শেষে ছোট আপুমনি কোর্টে বিজয়ের হয়ে কিছু বলার অনু-

www.BanglaBook.org

মতি চাইলো। শোনা গেল, 'সাবরিনা চৌধুরী লুনাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া গেল।'

ছোট আপুমনি বললো, 'ধন্যবাদ, ইওর অনার। আমি আইনজ্ঞ নই। তাই আইনের যথাযথ ভাষা ব্যবহার করে আমি আমার যুক্তি উপস্থাপন করতে পারবো না। তবু আশা করি মহামান্য আদালত আমার বক্তব্য শুনবেন।

'আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে স্বাধীনতা বলতে বিজয়ের বেলায় কি বোঝায়। কোনো কোনো অর্থে বিজয় ইতিমধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আজ বিশ বছরের বেশি হতে চললো আমাদের পরিবারের কেউ বিজয়কে কোনো নির্দেশ দেয়নি। আসলে নির্দেশ দেবার প্রয়োজনই হয়নি। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আমরা তাকে নির্দেশ দিতে পারি। ইচ্ছে করলেই অত্যন্ত কটু ভাষায়, বিশ্রীভাবে নির্দেশ দিতে পারি, কেননা, বিজয় একটি রোবট মাত্র। কিন্তু কেন আমরা তা করতে যাবো? আমরা তো জানি, বিজয় কতো দীর্ঘকাল ধরে কি দারুণ বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের সেবা করেছে। তার শৈল্পিক দক্ষতা দিয়ে আমাদের জন্যে টাকা রোজগার করেছে। সত্যি বলতে কি চৌধুরী পরিবারের কাছে ওর ঋণ কোথায়? ঋণগ্রস্ত তো আমরাই।

'ইওর অনার, রোবটিক্সের নিয়মগুলো সম্পর্কে যার পরিষ্কার ধারণা আছে সেই জানে যে রোবটের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও মানুষের পক্ষে তাকে আদেশ পালনে বাধ্য করা সম্ভব। আসলে রোবটের নির্মাতারা এতোদূর কল্পনাশক্তির অধিকারী নন যে 'রোবটের ইচ্ছে' কথাটা তাঁদের বিবেচনায় আসবে। তাই বিজয়ের স্বাধীনতা

www.BanglaBook.org

প্রকৃত পক্ষে একটা মুখের কথামাত্র। বিজয় তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কোনো মানুষের আদেশ অবজ্ঞা করতে পারবে না। অথচ শুধু এই প্রতীক স্বাধীনতার জন্যেই সে আজ তার সর্বস্ব বাজি ধরে বসে আছে। কে বলতে পারবে যে, স্বাধীনতার মূল্য, এই রোবট, বিজয় অনুধাবন করতে পারেনি ?

'ইওর অনার, আমি পরিশেষে শুধু এই বলতে চাই যে একটি রোবটের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কাছে মানুষের সচেতনতা এবং বিবেক যেন হেরে না যায়। সে হবে এক নিদারুণ পরাজয়ের কাহিনী।'

জজ সাহেব বেশ প্রভাবিত হয়েছেন বোঝা গেল। বিজয়ের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'তুমি কেন স্বাধীনতা চাও, বিজয় ?'

'ইওর অনার, আপনি কি দাসের জীবন মেনে নেবেন ?' বিজয় বললো।

'কিন্তু তুমি তো দাস নও, বিজয়, তুমি হচ্ছো চমৎকার এক রোবট। আমি যতদূর শুনেছি রোবটদের মধ্যে তুমি অনন্য। এমনকি শিল্পীর দক্ষতা রয়েছে তোমার মধ্যে। আমি বুঝতে পরছি না, স্বাধীনতা তোমাকে আর নতুন কি দেবে।'

'হয়তো আমি এখন যে জীবন ভোগ করছি এরচেয়ে বেশি কিছুই আমি পাবো না। কিন্তু, ইওর অনার, এ আদালতেই বলা হয়েছে কেবলমাত্র মানুষই স্বাধীনতা দাবি করতে পারে। আমার মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র সে-ই স্বাধীনতা পেতে পারে যার ভেতরে স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া সম্ভব। আমি আমার মধ্যে স্বাধীনতার দুরন্ত ইচ্ছাকে অনুভব করছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজয়ের এই শেষ কথাটাই শেষ পর্যন্ত জজ সাহেবকে মনস্থির করতে সাহায্য করলো। তিনি তাঁর রায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটিতে বললেন, 'যে সত্ত্বা এতোখানি অগ্রসর হয়েছে যে স্বাধীনতার ধারণা এবং ইচ্ছাকে ধারণ করতে সক্ষম, তাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই।' শেষ পর্যন্ত বিশ্ব আদালতে এই রায়ই বজায় রইলো।

স্যার কিন্তু বিজয়ের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েই রইলেন। বললেন, 'আমি তোমার একটি পয়সাও চাই না। শুধু এজন্যে টাকাটা নিচ্ছি যে তা না হলে তুমি নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারবে না। এখন থেকে তুমি তোমার নিজের কাজ বেছে নেবে। আমি আর তোমাকে কোন নির্দেশ দেবো না। তোমাকে আমার শেষ নির্দেশ —তোমার যা খুশি তাই করতে পারো। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তোমার সব কর্মকাণ্ডের জন্যে এখনও আমি দায়ী থাকবো।'

ছোট আপুমনি বললেন, 'বাপি, তুমি এতো কঠোর হচ্ছো কেন, বলো তো? কোর্ট তোমার ওপর যে দায়িত্ব চাপিয়েছে সেটা তো আসলে কিছুই না। বিজয়কে নিয়ন্ত্রণ করবে রোবটিক্সের তিন আইন।'

'তাহলে ওর স্বাধীনতার কি অর্থ হলো?' স্যার জানতে চাইলেন।

বিজয় হঠাৎ বললো, 'স্যার, মানুষের জীবনকেও কি কিছু আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হয়নি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যার তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'তর্কে আমার রুচি নেই।'

সেই যে তিনি রাগ করে গেলেন তারপর থেকে বিজয়ের সাথে খুব কমই দেখা হয়েছে তাঁর। বিজয়ের জন্যে ছোটো একটা বাড়ি তৈরি হলো। প্রয়োজন নেই বলে রান্নাঘর বা বাথরুমের কোনো বালাই নেই বাড়িটাতে। ছুটো কামরার একটাকে লাইব্রেরী আর অন্যটাকে স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করতো বিজয়। বাড়ি তৈরির পুরো খরচ বিজয় নিজেই দিলো। এ জন্যে কিছুদিন নানা রকম ছুটকো কাজে ভাড়া খাটতে হলো ওকে।

একদিন বিকেলে হঠাৎ ছোট স্যার এসে হাজির হলো। না, তখন আর সে ছোট স্যার নয়, তখন সে রিয়াদ চৌধুরী। বিজয়-ও তখন তাকে নাম ধরেই ডাকে। যেদিন আদালতের রায়ে স্বাধীন হয়েছিলো বিজয় সেদিনই রিয়াদ তাকে বলেছিলো, 'স্বাধীন একটা রোবট কেন একজন মানুষকে ছোট স্যার বলে ডাকবে। না বিজয়, তুমি আমাকে নাম ধরেই ডেকো।'

রিয়াদ কথাটা বলেছিলো আদেশের মতো করে। আর বিজয়-কে তাই সেটা মেনে নিতে হয়েছিলো। রিয়াদ এসে খবর দিলো যে স্যার মারা যাচ্ছেন এবং হঠাৎ করে বিজয়কে দেখতে চেয়েছেন। বিজয়কে দেখে স্যার উঠে বসতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। তখন তাঁর শেষ অবস্থা। বললেন, 'বিজয়···বিজয়, আমি শুধু এটুকু বলবো বলেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি যে, তোমার স্বাধীনতায় আমি খুশি হয়েছি।'

বিজয়ের এমন একটা অনুভূতি হলো যার সাথে আগে কখনও পরিচিত হয়নি সে। একেই কি দুঃখ বলে মানুষ, কিংবা বেদনা?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো। স্যার মারা গেলেন। বিজয় জানতো মানুষের মৃত্যুর মানে হচ্ছে স্থায়ীভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। বিজয়ের জন্যে, যে কোনো রোবটের জন্যে, ব্যাপারটি বোঝা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবুও বিজয়ের ব্রেনে একটা শূন্যতার অনুভূতি হলো। সম্ভবত সেই অনুভূতি, যা মানুষ তার প্রিয়জনকে হারিয়ে অনুভব করে।

ছোট আপুমনি বললো, 'বিজয়, বাপিকে তুমি ভুল বুঝো না। হয়তো তোমার স্বাধীনতাকে বাপি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু বাপিই তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আমাদের সবার চেয়ে বেশি··· ।'

বিজয় শেষ পর্যন্ত বলতে পারলো, 'ছোট আপুমনি, স্যার না থাকলে আমি কোনোদিন স্বাধীনতার ঠিকানা খুঁজে পেতাম না।'

স্যারের মৃত্যুর পর থেকে বিজয় জামা কাপড় পরতে শুরু করলো। প্রথমে এক জোড়া ট্রাউজার্স দিয়ে শুরু করলো সে। রিয়াদ তার পুরনো ট্রাউজার্স বিজয়কে দিয়েছিলো। রিয়াদ ততদিনে আইন পরীক্ষায় পাশ করে ইউসুফ জায়ীর ফার্মে কাজে যোগ দিয়েছে। ইউসুফ জায়ী মারা গেছেন বহুদিন। তাঁর মেয়ে তাসমিন অবশ্য বাবার মতোই শক্ত এবং দক্ষ হাতে 'জাস্টিস কনসালটেন্টস'কে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তবে বোঝাই যাচ্ছিল যে এরপর রিয়াদ চৌধুরী বা তার বংশের কেউই হবে এই ফার্মের স্বত্বাধিকারী। তাসমিন সারা জীবন কুমারীই রয়ে যাবে স্থির করেছে।

বিজয় যেদিন প্রথম ট্রাউজার্স পরলো, রিয়াদ খুব কষ্ট করেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসি চেপে রাখতে পারলো না। শেষে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার বলো তো, বিজয়? তোমার এতো চমৎকার গড়নের শরীরটাকে ঢাকার জন্যে খেপে উঠেছো কেন?'

বিজয় বললো, 'মানুষের শরীরের গড়নও তো দারুণ সুন্দর। তবু তোমরা কাপড় পরো কেন?'

'উষ্ণতার জন্যে, নিজেকে রক্ষা করার জন্যে এবং সাজসজ্জা করার জন্যে। তোমার তো এর কোনোটাই প্রয়োজন নেই।'

বিজয় বললো, 'কাপড় না পরলে কেমন যেন বেআব্রু লাগছে আজকাল। নিজেকে আলাদা বলে মনে হয়।'

'কি বলছো তুমি? কেন তোমার নিজেকে আলাদা মনে হবে? জানো না গোটা পৃথিবীতে এখন তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ রোবট রয়েছে?'

'জানি। এখন তো রোবটরা প্রায় সব ধরনের কাজই করছে?'

'এবং তারা তো কেউই কাপড় পরছে না।'

'কিন্তু তারা তো কেউ স্বাধীন রোবট নয়।' একটা জুটো করে নতুন জামা কাপড় কিনছিলো বিজয়। রিয়াদের হাসিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতো সে। আর যারা বিজয়কে নানা ছুটকো কাজে ভাড়া করতো তাদের অবাক দৃষ্টিকেও সে না দেখ[illegible] পাশ এড়িয়ে যেত।

একটা ব্যাপারে বিজয় সচেতন ছিলো। সে স্বাধীন রোবট এটা ঠিক, কিন্তু তিনটি সাধারণ নিয়মের বাইরে সে যেতে পারে না। বিজয় যে স্বাধীন এটা অনেক মানুষই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু রোবটিক্সের দ্বিতীয় আইনের কারণে বিজয় রাগ বা বিরক্তি

www.BanglaBook.org

প্রকাশ করতে পারতো না। কিন্তু সে অনুভব করতো তার পজি-ট্রনিক পথ-রেখায় একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছোট আপুমনি বৃদ্ধা হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই ল্যাটিন আমেরিকায় বড় আপার ওখানে কাটে তার। একবার মার কাছ থেকে ঘুরে এসে রিয়াদ বললো, 'ব্যাস, হয়ে গেল। মা এবার আমার পিছু লেগেছে। আগামী বছর আমাকে পার্লামেন্ট ইলেকশনে দাঁড়াতে হবে। মার কথা, যেমন দাদু তেমন নাতী হতে হবে।'

বিজয় কথাটা আগে কখনও শোনেনি। 'যেমন দাদু তেমন···।'

রিয়াদ ব্যাখ্যা করলো, 'মা বোঝাতে চেয়েছেন, আমি রিয়াদ চৌধুরী, আমার দাদু, তোমার স্যার শওকত চৌধুরীর মতো পার্লামেন্টের সদস্য হবো।'

বিজয় বললো, 'ব্যাপারটা কিন্তু চমৎকার হবে। স্যার যদি এখনও···' বিজয় থমকে গেল। 'বেঁচে থাকতেন' কথাটা চট করে মাথায় এলো না তার। জীবন মৃত্যুর ব্যাপারটায় একদমই অভ্যস্ত হতে পারেনি বিজয় তখনও।

রিয়াদ বললো, 'হ্যাঁ, বুড়ো রাক্ষসটা বেঁচে থাকলে চমৎকার হতো।'

বিজয় রিয়াদের সাথে এই সংলাপগুলো নিয়ে পরে অনেক ভাবলো। সে লক্ষ্য করছিলো রিয়াদের সাথে কথা বলতে গেলেই তার মনের ভাব প্রকাশে নানা রকম অসুবিধা দেখা দেয়। আসলে বিজয়ের তৈরির পর এতোটা সময় কেটে গেছে যে ততদিনে ভাষার বিস্তর পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাছাড়া মানুষের কথা বলার অনেক রহস্য আছে যেগুলো বিজয়ের পজিট্রনিক পথ-রেখায় ফিট করে না। যেমন, রিয়াদ স্যারকে 'বুড়ো রাক্ষস' বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটা তো সঠিক নয়, আর রিয়াদ তা বোঝাতেও চায়নি। তা-হলে ?

বিজয় স্থির করলো সে প্রচুর পড়াশোনা করবে। আর এ ব্যাপারে রিয়াদকে কিছু বলার দরকার কি ? সে তো স্বাধীন রোবট। সে একাই লাইব্রেরীতে যেয়ে পড়াশোনা করতে পারে।

সিদ্ধান্তটা নিতেই বিজয় লক্ষ্য করলো তার ব্রেনে বৈদ্যুতিক পোটেনশিয়াল ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত ইমপিডেন্স কয়েল ঢুকিয়ে দিয়ে সেটা রোধ করলো।

বিজয় জামাকাপড় পরে নিলো। গলায় পরলো একটা কাঠের চেইন। প্লাস্টিকের চকচকে চেইনই বিজয়ের বেশি পছন্দ ছিলো কিন্তু রিয়াদ তাকে বলেছিলো আসল কাঠের মূল্য প্লাস্টিকের চেয়ে অনেক বেশি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একশো ফুট মতো যেতেই জমা হতে থাকা রেজিস্ট্যান্স বিজয়কে থামিয়ে দিলো। সার্কিট থেকে ইমপিডেন্স কয়েলটা বের করে ফেলে দিলো সে। তবুও ব্যাপারটার সুরাহা হলো না। শেষে বাড়ি ফিরে গিয়ে একটা কাগজে বড় বড় করে লিখলো, 'আমি লাইব্রেরীতে গেলাম।' টেবিলের ওপর সহজেই চোখে পড়ে এমনভাবে নোটটা রেখে তারপর সে আবার রওনা হলো।

কিন্তু পথে বেরিয়ে মুশকিলে পড়ে গেল বিজয়। সে ম্যাপ দেখে পথ চিনে নিয়েছিলো। কিন্তু ম্যাপে যে-সব প্রতীক দিয়ে পথ দেখানো হয়েছে আর বাস্তবে যে-সব জিনিস বিজয় দেখতে পেলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের মিলিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে পড়লো।

মাঠে কাজ করছে এমন কিছু রোবটের সাথে দেখা হলো তার। কিন্তু বিজয় যখন ঠিক করলো যে কাউকে জিজ্ঞেস করে পথটা চিনে নিতে হবে তখন আর কাছে-কিনারে কাউকে দেখা গেল না। ঠিক এমনি সময় বিজয় দেখতে পেলো দু'জন মানুষ এগিয়ে আসছে তার দিকে। অল্প বয়সের দু'জন তরুণ। কতো হবে বয়স ওদের? বিশ? বিজয় কখনও মানুষের বয়স আন্দাজ করতে পারে না। ওদের বললো সে, 'স্যার, লাইব্রেরিতে যাবার পথটা একটু দেখিয়ে দেবেন?'

তরুণ দু'জনের মধ্যে একজন ঢ্যাঙা আর আরেকজন বেঁটে। ঢ্যাঙা তরুণটা বিজয়ের কথা শুনে বেঁটেকে বললো, 'এটা একটা রোবট।'

বেঁটে বললো, 'এটা কাপড় পরেছে কেন রে?'

'বুঝেছি,' ঢ্যাঙা হাস্যকরভাবে হাত ছুঁড়ে বললো, 'এটা হচ্ছে ওই স্বাধীন রোবটটা। ওই-যে চৌধুরীদের রোবটটা, স্বাধীন হয়ে গেছে, ইলেকট্রো নিউজে পড়িসনি?'

'জিজ্ঞেস করে দেখ তো ওকে?' বেঁটে বললো।

ঢ্যাঙা তরুণটি বিজয়কে জিজ্ঞেস করলো, 'এই তুমি চৌধুরী-দের সেই স্বাধীন রোবট, তাই না?'

'আমি বিজয় চৌধুরী, স্যার,' বিজয় বললো।

ঢ্যাঙা বললো, 'ভালো কথা। এখন তোমার কাপড়গুলো খুলে ফেলো। রোবটদের কাপড় পরার কি দরকার? তোমাকে যা জঘন্য লাগছে দেখতে! আমি হুকুম করছি কাপড় খুলে ফেলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজয় এতোদিন ধরে এমন করে কোনো আদেশ শোনেনি, ওর দ্বিতীয় সাধারণ নিয়মের সার্কিটটি মুহূর্তের জন্যে জ্যাম হয়ে গেল। তারপর বিজয় আস্তে আস্তে কাপড় খুলে ফেললো।

বেঁটে তরুণটা বললো, 'এটা যখন কারো সম্পত্তি নয় তখন এটাকে নিয়ে আমরা কিছু মজা করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি।' বিজয়ের দিকে ফিরে বললো, 'এই, তুমি মাথার ওপর দাঁড়াও!'

বিজয় ইতস্তত করলো। বললো, 'স্যার, মাথা ঠিক দাঁড়াবার জন্যে নয়...'

বেঁটে কড়া গলায় বললো, 'এটা আদেশ। না পারলেও চেষ্টা করো।'

বিজয় নিচু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালো। তারপর যেই পা ওঠাতে গেল অমনি ধপাস করে পড়ে গেল।

ঢ্যাঙা বললো, 'ওভাবেই শুয়ে থাকো।' বেঁটেকে বললো, 'এই শোন্, আমরা ওটার শরীর আলাদা আলাদা করে খুলে দেখবো। কোনোদিন দেখেছিস্ রোবটের ভেতরে কি থাকে?'

বেঁটে বললো, 'কিন্তু রোবটটা যদি বাধা দেয়?'

ঢ্যাঙা বললো, 'তুই একটা হাঁদা। ওর বাধা দেবার ক্ষমতা আছে নাকি?'

আসলেও বিজয়ের ওদেরকে বাধা দেবার ক্ষমতা ছিলো না। কারণ রোবটিক্সের দ্বিতীয় নিয়ম, অর্থাৎ বাধ্যতার নিয়ম; তৃতীয় নিয়ম, অর্থাৎ আত্মরক্ষার নিয়মের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া প্রথম নিয়ম অনুযায়ী এই দুই তরুণের কোনো শারীরিক ক্ষতি তো সে করতেই পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্যাঙা বললো, ''শোনো, আমরা ওকে ওই ওদিকের জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যাই। ওখানে নিয়ে গিয়ে আদেশ করবো ও যেন নিজেই আস্তে আস্তে ওর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো খুলে ফেলে। সে দেখতে দারুণ মজা হবে, তাই না ?'

ঠিক এমনি সময় দেখা গেল রিয়াদ দৌড়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে রিয়াদ বিজয়কে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার বিজয়, কোনো গোলমাল হয়েছে ?'

বিজয় বললো, 'আমি ভালো আছি।'

'উঠে দাঁড়াও···তোমার কাপড়-চোপড় কোথায় গেল ?'

ট্যাঙা বললো, 'এই রোবট কি আপনার ?'

রিয়াদ কঠিন গলায় বললো, 'ও কারো রোবট নয়। কিন্তু এখানে হচ্ছিলোটা কি ?'

'আমরা ভদ্রভাবে ওকে ন্যাংটো করে দেখছিলাম। ও যখন আপনার সম্পত্তি না তখন মাতব্বরি ফলাচ্ছেন কেন ?' ট্যাঙা বললো।

রিয়াদ বিজয়কে জিজ্ঞেস করলো, 'এরা কি করছিলো ?'

বিজয় বললো, 'এদের উদ্দেশ্য ছিলো কোনো নির্জন জায়গায় নিয়ে যেয়ে আমাকে দিয়ে আমার শরীর ভেঙে টুকরো টুকরো করিয়ে দেখা।'

রাগে রিয়াদের খুতনি কাঁপছিলো। তরুণ দুটো অবশ্য শয়তানির হাসি হাসছিলো।

'কি করবেন আপনি ? লাগবেন আমাদের সাথে ?' ট্যাঙা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো।

www.BanglaBook.org

রিয়াদ বললো, 'না, তার দরকার হবে না। এই রোবটটা আমাদের পরিবারে গত সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে রয়েছে। ওর কাছে আমার নির্দেশের মূল্য তোমাদের যে কারো নির্দেশের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। আমি ওকে এখন কি বলবো জানো?' রিয়াদের গলায় হুমকির স্বর শোনা গেল। 'বলবো যে আমি মনে করি তোমরা দু'জন আমার জীবনের জন্যে হুমকিস্বরূপ। আমি ওকে আদেশ করতে যাচ্ছি আমাকে রক্ষা করতে। এবং ও যখন তোমাদের আক্রমণ করবে তখন আমি ফুটপাতে আরাম করে বসে একটা সিগারেট টানতে টানতে দৃশ্যটা উপভোগ করবো।'

তরুণ দুটো এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছিলো। রিয়াদ বিজয়কে বললো, 'বিজয়, এই ছেলে দুটোর কাছ থেকে আমি শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা করছি। তুমি ওদের দিকে এগোও।'

বিজয় মাত্র দু'পা বাড়াতে পারলো, ততক্ষণে তরুণ দুটো হাওয়া হয়ে গেছে।

'ঠিক আছে বিজয়, রিল্যাক্স করো।' রিয়াদকে খুব ক্লান্ত দেখালো। রিয়াদের বয়স হচ্ছিলো। দু'জন তরুণের সাথে উত্তেজনায় যাবার মতো বয়স আর নেই তার।

বিজয় বললো, 'আমি কিন্তু ওদের আঘাত করতে পারতাম না। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করছে না।'

'আমি তো তোমাকে ওদেরকে আঘাত করতে বলিনি। আমি শুধু ওদের দিকে তোমাকে এগিয়ে যেতে বলেছিলাম। ওদের

www.BanglaBook.org

ভীতিই বাদবাকি কাজ সেরেছে।'

'ভীতি? রোবটকে মানুষ ভয় পায় কেন, রিয়াদ?'

'এটা মানুষের একটা অসুখ বলতে পারো। এতোদিনেও আমরা এটা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। কিন্তু চুলোয় যাক এ-সব কথা। তুমি এখানে কি করছো বলো দেখি? লাইব্রেরিতে বই আনতে যাবার কি দরকার পড়লো তোমার? আমাকে বল-লেই পারতে।'

বিজয় বললো, 'কিন্তু রিয়াদ, আমি একটা...'

'স্বাধীন রোবট,' রিয়াদ বাধা দিয়ে বললো। 'ঠিক আছে, এখন বলো কি ধরনের বই তোমার দরকার।'

'আমি মানুষের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। আমি জগত এবং সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে চাই। আর জানতে চাই রোবট সম্প-র্কেও। আমি রোবটের ইতিহাস লিখবো বলে ভেবেছি।'

রিয়াদ বললো, 'বিজয়, পৃথিবীতে এ মুহূর্তে রোবটিক্সের ওপর অন্তত: কয়েক মিলিয়ন বই আছে। এবং এর সবক'টাতেই প্রাস-ঙ্গিক বিজ্ঞানের ইতিহাসও রয়েছে। পৃথিবীটা কেবল রোবটেই ভরে গেছে মনে কোরো না, রোবটের ওপর বইতেও ভরে গেছে।'

বিজয় মাথা নাড়লো। অসম্মতি জানানের এই ভঙ্গিটা বিজয় ক'দিন হলো আয়ত্ত করেছে। বললো, 'না, রোবটিক্সের ইতিহাস নয়। আমি লিখবো রোবটদের ইতিহাস। সেটা হবে একটি রোবটের লেখা রোবটের ইতিহাস। আমি লিখে যেতে চাই রোবটদের অনুভবের কথা। মানুষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা।'

www.BanglaBook.org

রিয়াদের ভ্রূটা সামান্য কুঁচকে উঠলেও মুখে সে কিছু বললো না।

ছোট আপুমনির বয়স তখন তিয়াশি বছর। কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ রয়েছে সে। সব শুনে মহা খেপে উঠলো। 'এই শয়তানের চেলা দুটো কারা রে, রিয়াদ?'

'তাতো জানি না, মা। আর জেনেই বা কি লাভ। কোনো ক্ষতি তো করতে পারেনি।'

'এবার পারেনি, কিন্তু আরেকবারও যে পারবে না তার কি ঠিক আছে?'

'তা অবশ্য ঠিক, মা। কিন্তু কি যে করা সম্ভব তাও তো বুঝতে পারছি না,' রিয়াদ চিন্তিত স্বরে বললো।

ছোট আপুমনি বললো, 'রিয়াদ, তুই যে আইনজীবী হতে পেরেছিস, এটা কার জন্যে সম্ভব হয়েছে জানিস?'

রিয়াদ মায়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, 'মা, আমি সবই জানি। বিজয়ের টাকার জন্যেই সব কিছু হয়েছে।'

ছোট আপুমনি বললো, বিজয় গত পৌনে এক শতাব্দী ধরে আমাদের পরিবারে যা করে যাচ্ছে তাতে ওকে পরিবারের সব-চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর সম্মানিত সদস্য মনে করি আমি। লোকে ওর সাথে রাস্তায় জোকারের মতো ব্যবহার করবে আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখবো?'

'কি করতে বলো, মা, তুমি?'

'আইনের সাহায্য নিতে হবে আমাদের। প্রথমে স্থানীয় আদা-

www.BanglaBook.org

লতে রোবটদের অধিকার সংরক্ষণ রায় বার করে আনতে হবে। এরপর পার্লামেন্টে এ ব্যাপারে আইন তৈরি করতে হবে। প্রয়োজন হলে বিশ্ব আদালত পর্যন্ত যেতে হবে আমাদের।'

'পুরো ব্যাপারটাই জাস্টিস কনসালটেন্টস ডিল করুক, তাই তুমি চাও, মা?' রিয়াদ জানতে চাইল।

'অবশ্যই। এখন তো তুই ফার্মের চেয়ারম্যান। আর সবুজ তো রয়েছে তোকে সাহায্য করতে।'

বলতে ভুলেছি রিয়াদের পারিবারিক জীবনের কথা। অবশ্য বলবার মতো এটুকুই যে রিয়াদ বিয়ে করেছিলো বহুদিন আগেই। তার ছেলে সবুজ চৌধুরী এতোদিনে আইন পাশ করে বাবার মতোই 'জাস্টিস কনসালটেন্টস'-এ ঢুকে পড়েছে। ইতোমধ্যে ইউসুফ জায়ীর মেয়ে তাসমিন মারা যাওয়ায় 'জাস্টিস কনসালটেন্টস' এখন চৌধুরীদেরই ফার্মে পরিণত হয়েছে।

এবার শুরু হলো দারুণ কর্মব্যস্ততা। রোবটদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে কি কৌশলে প্রচারণা শুরু করা হবে সে ব্যাপারে রিয়াদ আর সবুজ দিনরাত আলোচনা করতে লাগলো। বিজয় আইন নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করে নিলো এই ফাঁকে। একদিন ও চমৎকার একটা সাজেশন দিলো। 'রিয়াদ বলছিলো যে মানুষ রোবটদের খুব ভয় পায়। আমার মনে হচ্ছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ রোবটদের ভয় পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পার্লামেন্টে রোবটের অধিকার রক্ষা করার বিল পাশ হবে না। তাই আগে জনমত তৈরি করা দরকার আমাদের পক্ষে। আর এ ব্যাপারে আগে দরকার মিডিয়াকে ট্যাকল করা।'

www.BanglaBook.org

রিয়াদের খুবই মনে ধরে গেল কথাটা। ঠিক হলো আইনের দিকটা সবুজ দেখবে। আর রিয়াদ নিজে নেমে গেল জনমত তৈরির কাজে। এ-কাজে রিয়াদের দক্ষতাও ছিলো। খুব চমৎকার বক্তৃতা করতো সে। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার আর তাদের মতামতকে প্রভাবিত করার চমৎকার ক্ষমতা ছিলো তার। ইলেকট্রোনিউজের সম্পাদকদের এক নৈশভোজে বক্তৃতায় রিয়াদ বললো, 'আপনারা জানেন রোবটিক্সের দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী একটি রোবটের কাছ থেকে মানুষ সীমাহীন আনুগত্য আদায় করতে পারে। রোবটের আত্মরক্ষার আইনটি পর্যন্ত এই আইনটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, একজন বিবেকহীন মানুষ ইচ্ছে করলেই একটা রোবটকে নির্দেশ দিতে পারবে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলতে এবং তার নির্দেশ রোবটটাকে পালন করতেই হবে।

'আপনারা বুদ্ধিমান, বিবেচক, মানব জাতির বিবেক। আপনারাই বলুন এ রকম একটি ব্যবস্থা কি ন্যায্য? যে রোবট সম্প্রদায় প্রায় এক শতাব্দী ধরে মানুষের সেবা করছে, সেবা করছে অতি বিশ্বস্ততার সাথে তারা কি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারে না? আপনারা তো জানেন, রোবটের জীবন না থাকলেও ওরা ঠিক অনুভূতিশূন্য নয়। ওরা কথা বলতে পারে, যুক্তি বোঝে, এমন কি হাসি ঠাট্টা পর্যন্ত করতে পারে কেউ কেউ। আমার বিশ্বাস রোবটদের সাথে মানুষের সম্পর্ক যদি বন্ধুত্বের এবং ভালোবাসার হয়ে ওঠে তাহলে পরিণামে মানুষের সভ্যতাই লাভবান হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সম্মানিত সম্পাদকবৃন্দ। আমি আপনাদের সচেতনতার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সবশেষে আমি আপনাদের সামনে শুধু একটা প্রশ্ন রাখছি। মানুষের জীবনকে নিরাপদ করার জন্যে আমরা যদি রোবটদের তিনটা আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি তাহলে রোবটদের অধিকার রক্ষার জন্যে আমরা মানুষের আচরণকে কেন একটি মাত্র আইন দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করবো না?'

শেষ পর্যন্ত বিজয়ের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো। আস্তে আস্তে জনমত যখন রোবটদের জন্যে কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলো তখনই আইন সভায় ওদের অধিকার রক্ষার বিলটা পাশ হয়ে গেল। যে আইনটা হলো সেটা খুবই দুর্বল এবং তা ভাঙলে যে শাস্তির ব্যবস্থা রইলো তাও হাস্যকর রকম তুচ্ছ। তবু নীতিটা যে প্রতিষ্ঠিত হলো সেটাই বড় কথা। যেদিন বিশ্ব আইন সভায় বিলটা অনুমোদিত হলো সেদিনই ছোট আপুমনি মারা গেল।

শেষবারের মতো চোখ মেলে ছোট আপুমনি বিজয়কে বললো, 'বিজয়, ভালো থেকো···আমাকে মনে রেখো।

'তোমার রোবটের ইতিহাস কেমন এগুচ্ছে, বিজয়?' সবুজ জিজ্ঞেস করলো।

'ভালো। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রকাশকও দেখলাম খুব খুশি,' বিজয় বললো।

'প্রকাশক যখন খুশি তখন আর চিন্তা কি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, চিন্তার কিছু নেই। একটা মজার ব্যাপার কি জানো, সবুজ? প্রকাশক বইটার মান সম্পর্কে কিছুই বলছে না। আসলে ওর ধারণা রোবটের লেখা প্রথম বই হিসেবে ওটা এমনিতেই কয়েক মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়ে যাবে।'

'ওর ধারণার সাথে অন্য মানুষদের ধারণাও মিলে যাচ্ছে কিন্তু!' সবুজ ঠাট্টার স্বরে বললো।

বিজয় বললো, 'বইটা বিক্রি অবশ্য আমারও প্রধান লক্ষ্য। টাকার খুব দরকার।'

'কেন বলো তো? আমি তো জানি দাদীমা তাঁর সব সম্পত্তি তোমাকেই লিখে দিয়ে গেছেন,' সবুজ অবাক হয়ে বললো।

'ছোট আপুমনির টাকাটা আমি এখন খরচ করতে চাই না। অন্ততঃ যে কাজের প্ল্যান করেছি সে কাজে তো নয়ই,' বিজয় বললো।

'কি কাজ শুনি?'

'আমি রোবট কর্পোরেশনের চিফের সাথে দেখা করতে চাইছি। কিন্তু ওরা আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কর্পোরেশন অবশ্য আগা-গোড়াই আমার সাথে অসহযোগিতা করছে।'

সবুজ বললো, 'আর যেই করুক কর্পোরেশন তোমাকে কোনো সাহায্য করবে না। তোমার মনে নেই, রোবটদের অধিকার বিল নিয়ে যখন তুমুল হট্টগোল চলছে তখন প্রত্যেকটা ব্যাপারে ওরা আমাদের বিরোধিতা করেছে? ওদের ধারণা ছিলো রোবটদের অধিকার দেয়া হলে কেউ আর রোবট কিনতে চাইবে না।'

'সে যাই হোক,' বিজয় বললো, 'তুমি ওদের সাথে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও।'

সবুজ হেসে বললো, 'আমি ? তুমি বুঝি ভেবেছো আমি ওদের খুব পেয়ারের লোক ? আমাদের পুরো পরিবারকে ওরা সন্দেহের চোখে দেখে।'

'তাতো দেখবেই। তোমরা চার পুরুষ ধরে আমার জন্যে যা করেছো···' বিজয় কথাটা অসমাপ্ত রাখলো। এ ব্যাপারটা ও নতুন শিখেছে। লক্ষ্য করেছে ও, মানুষ প্রায়ই এরকমভাবে কথা বলে এবং এতে মনের ভাব আরো জোরালোভাবে ফুটে ওঠে। ও বললো, 'সবুজ, তুমি কর্পোরেশনকে বলো, ওরা যদি আমার সাথে দেখা করতে রাজি থাকে তাহলে তোমাদের ফার্ম রোবটদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের তীব্রতা কমিয়ে দেবে।'

'কিন্তু সে তো মিথ্যে বলা হবে,' সবুজ বললো।

'মিথ্যেই। কিন্তু, তুমি তো জানো আমি মিথ্যে বলতে পারি না। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই আমার হয়ে তুমিই···।'

'বিজয়, এতোদিনে তুমি মানুষের মতো আচরণ করতে শুরু করেছো। নিজে মিথ্যে বলতে পারো না, কিন্তু মানুষকে মিথ্যে বলতে বুদ্ধি দিতে পারো।···সে যাক, চলো দেখি কতোদূর কি করা যায়।'

রোবট কর্পোরেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান মাথসুহুল আনাম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাহবুবুল আনামের নাতী। বিজয়ের সাথে তারও তিন পুরুষের সম্পর্ক। তবে সে সম্পর্ক বন্ধুত্বের নয়, তিক্ততার। রিটায়ার করবার সময় হয়ে এসেছে তার। মাথার চুল

www.BanglaBook.org

সাদা। হাল আমলের ফ্যাশন হচ্ছে মুখে গাঢ় মেকআপ করা, যেমনটি করেছে সবুজ। কিন্তু মাকসুদুল আনামের মুখে কোনো মেকআপ নেই।

বিজয় বললো, 'স্যার, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এ কর্পোরেশনের রোবোবিজ্ঞানী ডঃ ফয়সাল খান বলেছিলেন যে আমার পজিট্রনিক পথ-রেখার ছক নিয়ন্ত্রণ করে যে গণিত সেটা এতো জটিল যে কোনো সমস্যার মোটামুটি সমাধানই শুধু আমি করতে পারি। আর তাই আমার আচরণ এবং ক্ষমতা যথেষ্ট অনিশ্চিত।'

মাকসুদুল আনাম একটু ইতস্ততঃ করলেন। যেন বুঝতে চাইলেন বিজয় কোন্‌দিকে প্রসঙ্গটা টেনে নিয়ে যাবে। শেষে যখন কথা বললেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর শীতল এবং ফর্মাল শোনালো, 'কথাটা তোমার বেলায় সত্য। কিন্তু এখন যে-সব রোবট আমরা বানাচ্ছি তাদের বেলায় সত্যি নয়। এখন যেগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো যে কাজের জন্যে তাদের তৈরি করা হচ্ছে সে কাজটাই শুধু নিখুঁত এবং নির্ভুলভাবে করতে পারে। অন্য কোনো অবাঞ্ছিত যোগ্যতা দেখাবার ক্ষমতা তারা রাখে না।'

সবুজ মুখ খুললো এবারে, 'হ্যাঁ, এখনকার রোবটদের অবস্থা মাঝে মাঝে হাড়ে হাড়ে টের পাই। যেমন আমার সেক্রেটারির কথা বলি। রুটিন কাজের একটু এদিক ওদিক হলেই একটা প্রথম শ্রেণীর গর্দভ বনে যায় সে।'

মাকসুদুল আনাম রসিকতার ধারে কাছে গেলেন না। বললেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, অনিশ্চিত আচরণের রোবট নিয়ে আরো বেশি সমস্যায় পড়তে হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটায় সামান্য খোঁচা ছিলো। কিন্তু বিজয় ব্যাপারটা পাত্তা দিলো না। বললো, 'তাহলে আমিই হচ্ছি এমন একজন রোবট যে যে-কোনো পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে?'

'হ্যাঁ, এ গর্ব তুমি করতে পারো,' নিরুত্তাপ গলায় বললেন মাকসুদুল আনাম।

'আমার লেখা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম আমিই হচ্ছি এখনকার কার্যক্ষম রোবটদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ,' বিজয় বললো।

'এবং তুমিই হচ্ছো চিরকালের মতো পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধ রোবট,' মাকসুদুল আনাম বললেন। 'কেননা এখন আমরা আর কোনো রোবটকে পঁচিশ বছরের বেশি কার্যক্ষম রাখি না। পঁচিশ বছর পর সবাইকে কর্পোরেশনে ফেরত আনা হয় এবং নতুন মডেলের রোবট দিয়ে তাদের স্থান পূরণ করা হয়।'

বিজয় সময় নিয়ে ভাবলো। তারপর বললো, 'বিশ্বের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ রোবট হিসেবে এবং আমার ব্রেনের গঠনের অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্যে আমি কি কর্পোরেশনের কাছ থেকে কিছু বিশেষ সুবিধা পেতে পারি না?'

'মোটেই না। তুমি যে অনন্য এটা কর্পোরেশনের জন্যে কোনো গর্বের ব্যাপার নয়। বরং তুমি যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়েছো। তোমাকে আমরা গোড়াতেই যদি চৌধুরী পরিবারে বিক্রি করে না দিতাম তাহলে এতোদিনে নতুন রোবট দিয়ে তোমার স্থান পূরণ করা হতো।'

বিজয় শান্তভাবে বললো, 'আমিও ঠিক তাই বলতে চাইছি।

www.BanglaBook.org

আমি একটি স্বাধীন রোবট এবং আমার মালিক আমি নিজেই। আমি এখন চাইছি যে আমাকে বদলে দেয়া হোক।'

মাকসুদুল আনাম বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'তার মানে? তোমার জন্যে আমি তোমাকে কিভাবে বদলে দিতে পারি? তোমাকেই যদি আমরা বদলে ফেলি তাহলে তার মালিক হিসেবে তাকে আমরা তোমার কাছে কিভাবে ফেরত দেবো? তোমাকে বদলে ফেললেই তো তোমার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি তো এতে সমস্যার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' সবুজ বললো। 'বিজয়ের যে ব্যক্তিত্ব তার কেন্দ্রস্থল হচ্ছে তার পজিট্রনিক ব্রেন। আর বিজয়ের এই অংশটা সম্পূর্ণ নতুন একটা রোবট তৈরি না করলে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? পজিট্রনিক ব্রেন হচ্ছে সেই বিজয়, যে কিনা বিজয় নামক রোবটটার মালিক, অন্যদিকে ওর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আমরা বদলে দিতে পারি। তাতে করে বিজয়ের ব্যক্তিত্বের কোনো পরিবর্তন হবে না। সোজা কথায়, বিজয় চাইছে, ওর ব্রেনকে একটা নতুন শরীর দেয়া হোক।'

'ঠিক তাই,' বিজয় বললো। 'আপনারা তো ইতিমধ্যে মানুষের শরীরের আকৃতি এবং গুণাগুণ দিয়ে রোবট তৈরি করেছেন, যার নাম দেয়া হয়েছে এণ্ডরোয়েডস।'

মাকসুদুল আনাম বললেন, 'হ্যাঁ, করেছি। তাদের শরীর সিনথেটিক ফাইবারের তৈরি। শুধু ব্রেন ছাড়া আর কোথাও কোনো ধাতব পদার্থ নেই।'

সবুজ বেশ আগ্রহী হয়ে উঠলো। 'ব্যাপারটা জানতাম নাতো।

www.BanglaBook.org

বাজারে আছে নাকি তেমন রোবট ?'

'না, একটিও নেই,' বললেন মাকসুদুল আনাম। 'ধাতব শরীরের চেয়ে এণ্ডরোয়েডসে খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। তাছাড়া, রোবটের পুরোপুরি মানুষের মতো চেহারা হলে লোকে পছন্দ করে না বিক্রি কমে যায়।'

বিজয় বললো, 'সে যাই হোক। আমি চাই আমাকে একটি এণ্ডরোয়েড রোবটে পরিণত করা হোক।'

এর জন্যে সবুজও পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলো না। 'ইয়া আল্লা!' সে এর বেশি কিছু বলতে পারলো না।

মাকসুদুল আনামের প্রতিক্রিয়া হলো আরো তীব্র। জোর গলায় তিনি বলে উঠলেন, 'অসম্ভব!'

'কিন্তু কেন? আমি সম্পূর্ণ খরচ মেটাতে রাজি আছি।'

মাকসুদুল আনাম বললেন, 'আমরা এণ্ডরোয়েড তৈরি করি না।'

সবুজ ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। সে এবারে বললো, 'আপনারা এণ্ডরোয়েড তৈরি করেন না, সে আপনাদের ইচ্ছের ব্যাপার। তার মানে তো এই নয় যে আপনারা এণ্ডরোয়েড তৈরি করতে পারেন না।'

মাকসুদুল আনাম দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এণ্ডরোয়েড তৈরি করা সাধারণ নীতির বাইরে।'

'কিন্তু এর বিরুদ্ধে তো কোনো আইন নেই,' সবুজ বললো।

'আমরা কোনো এণ্ডরোয়েড তৈরি করি না এবং ভবিষ্যতেও করতে যাচ্ছি না।' এমনভাবে বললেন মাকসুদুল আনাম যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটাই শেষ কথা।

সবুজ একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলো। 'মিঃ আনাম, আপনার স্মরণ আছে আশা করি যে বিজয় একটি স্বাধীন রোবট এবং আইনে তার অধিকারের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে?'

মাকসুদুল আনাম বললেন, 'আপনি আমার স্মরণশক্তির ওপর আস্থা রাখতে পারেন।'

'চমৎকার। এবার কাজের কথায় আসা যাক। বিজয় একটা স্বাধীন রোবট। সে তার ইচ্ছে অনুযায়ী কাপড় পরতে চায়। কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষেরা তাকে এ ব্যাপারে উত্যক্ত করছে। বার-বার কাপড় পরে বাইরে গিয়ে বিজয় অপমানিত হচ্ছে। যারা এরকম করছে তারা আইন ভাঙছে সত্যি, কিন্তু অপরাধের অস্পষ্টতার জন্যে এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না।'

মাকসুদুল আনাম দার্শনিক ভঙ্গিতে বললেন, 'রোবট কর্পো-রেশন ওই তথাকথিত রোবটের অধিকার আইনটি প্রণীত হবার সময়ই জানতো এর ফলটা এই দাঁড়াবে। দুঃখের বিষয় আপনার বাবা বা আপনাদের ফার্ম ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পারেননি।'

'বাবা মারা গেছেন, ব্যাপারটি এখন আমি দেখছি। আমার ধারণাটা একটু অন্যরকম,' কঠিন শোনালো সবুজের গলা। 'সাধা-রণ মানুষকে তাদের অস্পষ্ট অপরাধের জন্যে শাস্তি দেয়া না গেলেও আমি অন্তত একটি স্পষ্ট অপরাধ এবং অপরাধীকে দেখতে পাচ্ছি।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?' সন্দেহের গলায় জানতে চাই-

www.BanglaBook.org

লেন মাকসুদুল আনাম।

'আমার মক্কেল বিজয় চৌধুরী একটি স্বাধীন রোবট। স্বাধীন রোবট হিসেবে সে রোবট কর্পোরেশনের কাছে তার পুরনো শরীরের বদলে নতুন শরীর দাবি করবার অধিকার রাখে। কর্পোরেশনের নীতি মালা অনুযায়ী পঁচিশ বছর পর রোবটের মালিকদের নতুন রোবট দেয়া হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিজয়ের ব্রেন চাইছে তাকে একটি নতুন দেহ দেয়া হোক। আমি পরিতাপের সাথে জানাচ্ছি, আপনারা এ দাবি পূরণ না করলে রোবট কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে আমরা মামলা করবো।

'আমার বিশ্বাস, পরিশ্রম করলে আমরা বিজয়ের স্বপক্ষে জনমতও গড়ে তুলতে পারবো। আর আপনাকে মনে করিয়ে দিয়ে বিব্রত করতে চাই না যে, রোবট কর্পোরেশন জনসাধারণের প্রিয় প্রতিষ্ঠান নয়। আপনাদের নানা মহান কীর্তির কারণে জনগণ যথেষ্ট সন্দেহের এবং অবিশ্বাসের চোখে দেখে কর্পোরেশনকে। অতএব, বুঝতেই পারছেন, আপনাদের ব্যথায় সমব্যথী লোকজন খুব একটা জুটবে না। আমরা ইচ্ছে করলে লম্বা সময় নিয়ে মামলা লড়তে পারবো। হয়তো আমি বেঁচে থাকবো না, কিন্তু বিজয়ের তো সময়ের সমস্যা নেই, কয়েক দশক এরকম একটি মামলা লড়ে গেলেও ওর কিছু অসুবিধে হবে না। কর্পোরেশনের পক্ষে এরকম একটি গোলমালে জড়িয়ে পড়াটা কতোটুকু বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাও বিবেচনা করে দেখবেন।'

মাকসুদুল আনামের মুখটা এখন দেখবার মতো হয়েছে। চটে লাল হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। আর সেই সাথে ভয়ের ছাপ পড়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখে। বললেন, 'আপনি আমাদের জোর করে…'

সবুজ বাধা দিয়ে বললো, 'আমি আপনাদের কোনো কিছুতেই জোর করছি না। আপনি বা কর্পোরেশন ইচ্ছে করলেই বিজয়ের দাবি পূরণ না করতে পারেন। আমি শুধু বলতে চাইছি সেক্ষেত্রে মামলাটি আমরা দায়ের করবো এবং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশন মামলায় হেরে যাবে।'

সময় নিয়ে ভাবলেন মাকসুদুল আনাম। ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী না হলে রোবট কর্পোরেশনের চিফ হতে পারতেন না তিনি। দ্রুত সাদা সত্যটা বুঝে নিলেন। 'হুম!…দেখা যাচ্ছে…।'

সবুজ বলে উঠলো, 'আমি জানি শেষ পর্যন্ত বিজয়ের দাবি আপনারা মেনে নেবেন। তবে এ মুহূর্তে আরেক আশ্বাস আমি আপনাদের দিতে পারি। বিজয়ের ব্রেনটাকে আপনারা যখন ধাতব শরীর থেকে জৈব শরীরে রূপান্তর করবেন তখন যদি ব্রেনে কোনো ক্ষতি হয় তাহলে কর্পোরেশনকে চড়া মূল্য দিতে হবে। ওর পজিট্রনিকে পথ-রেখায় সামান্য কোনো ক্ষতি হলেও বড় অংকের ক্ষতিপূরণ মামলা ঠুকবো আমরা।'

মাকসুদুল আনাম নির্বাক চেয়ে রইলেন। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন এ সাক্ষাৎকারটি যতো তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল। এবং তার পক্ষে শুধু শুনে যাওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। বলবার দিন আজ নয়।

সবুজ একটা দম নিয়ে বললো, 'শুধু আদালতেই নয়, আদালতের বাইরেও আমরা জনমত গড়ে তুলবো, এবং তুলকালাম অবস্থা সৃষ্টি করবো। আশাকরি, আমাদের জনমত সৃষ্টি করবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষমতার ওপর আপনার আস্থা রয়েছে।' মাকসুদুল আনামের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সবুজ বিজয়ের দিকে ঘুরে বললো, 'বিজয়, আমার মক্কেল হিসেবে, পুরো ব্যাপারটা আমি কর্পোরেশনের সাথে যেভাবে ডিল করছি তাতে তোমার সম্মতি আছে তো?'

বিজয় পুরো এক মিনিট সময় নিলো। সবুজ বক্তৃতাবাজী করতে গিয়ে প্রচুর মিথ্যে বলেছে, মানুষের ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছে, ব্ল্যাক মেইল করবার ভয় দেখিয়েছে। রোবটিক্সের প্রথম নিয়মের পথ-রেখা ব্রেনে বেশ গোলমাল করছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়ের বিশ্লেষণী শক্তিই ওকে পথ দেখালো। না, কোনো মানুষের শারীরিক ক্ষতির অনুমোদন তো ওকে করতে হচ্ছে না। সে অস্পষ্ট স্বরে বললো, 'হ্যাঁ, এতে আমার মত আছে।'

বিজয়ের মনে হচ্ছিলো ওর যেন আবার নতুন করে জন্ম হচ্ছে। সপ্তাহ ঘুরে মাস কেটে গেল, কিন্তু কিছুতেই যেন আর নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না। যে-কোনো কাজ করতে গেলেই কেমন যেন একটা আড়ষ্টতা ওকে চেপে ধরছিলো। সবুজ পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করে খেপে গেল। 'বিজয়, ব্যাটাদের বিরুদ্ধে আমি মামলা করতে যাচ্ছি! ওরা তোমার ব্রেনের চোদ্দটা বাজিয়েছে।'

বিজয় খুব আস্তে আস্তে বললো, 'না, সবুজ। ওরা খারাপ কিছু করেছে বলে আমার মনে হয় না। আমি দেখতে আরো ভালো হয়েছি, শক্তিশালী হয়েছি। যতদূর মনে হয় এই আড়ষ্টতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রমশঃ কেটে যাবে।'

সবুজ বললো, 'দেখো, কেটে গেলেই ভালো। না হলে ওদের কপালে দুঃখ আছে।'

বিজয় অবশ্য খুব দ্রুত সেরে উঠতে লাগলো। জৈব শরীরের সাথে তার পজিট্রনিক ব্রেনের খাপ খাইয়ে নিতে কিছু সময় তো লাগার কথাই। এই সময়টায় বিজয় নিজেকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবলো আর আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। পুরো-পুরি মানুষের চেহারা হয়তো বলা যায় না—মুখটা একটু আড়ষ্ট আর হাত পায়ের নাড়াচাড়াটা একটু যান্ত্রিক, মানুষের মতো স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল নয়। মনে হলো আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে এটা কেটে যাবে। আপাততঃ সুবিধে এই যে কাপড় পরে বাইরে গেলে লোকে অহেতুক ওকে জ্বালাতন করবে না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না। বিজয় একদিন বললো, 'ভাবছি কাজ কর্ম শুরু করবো এবারে।'

সবুজ এতোদিনে এই প্রথম হাসলো। 'তারমানে তুমি ভালো হয়ে গেছো। চমৎকার। তা এবারে কি ধরনের কাজ করবে ভেবেছো কিছু? আরেকটা বই লিখবে নাকি?'

বিজয় বললো, 'না, বই নয় এবারে। আমি ভেবে দেখেছি আমার জীবনটা এতো দীর্ঘস্থায়ী যে কেবলমাত্র একটা ক্যারিয়ার নিয়ে সারা জীবন পড়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। এবারে ভাবছি রোবোবায়লজী নিয়ে কিছু কাজ করবো।'

সবুজ বললো, 'রোবোবায়লজী না রোবোসাইকলজী?'

'রোবোবায়লজী। পজিট্রনিক ব্রেন নিয়ে যে কাজ সেটা হচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোবোসাইকলজী। আপাততঃ সে ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। বরং যে শরীরটার সাথে পজিট্রনিক ব্রেনটা যুক্ত হচ্ছে সেই শরীরটা নিয়েই কাজ করতে চাইছি।'

'কিন্তু সে তো হলো রোবোটিসিস্ট-এর কাজ,' সবুজ বললো।

'তা নয়। রোবোটিসিস্ট কাজ করে ধাতব শরীর নিয়ে। আমি কিন্তু একটি রোবটের জৈব শরীর নিয়ে কাজ করবো। বুঝতেই পারছো এণ্ডরোয়েডের শরীর নিয়ে গবেষণা করতে চাই আমি,' বিজয় বললো।

'অর্থাৎ, তুমি নিজেকে নিয়েই এবারে গবেষণা করবে। বিজয়, তুমি কিন্তু তোমার কর্মক্ষেত্র আস্তে আস্তে ছোট করে আনছো। ভেবে দেখো, প্রথম যখন তুমি শিল্পী ছিলে তখন পুরো জগতটাই ছিলো তোমার বিষয়বস্তু, তারপর যখন তুমি রোবটের ইতিহাস লিখলে তখন শুধু রোবট সম্প্রদায়েরই ইতিহাস তুমি লিখেছিলে। আর এবার তুমি শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হতে চাইছো।'

বিজয় বললো, 'আপাততঃ তাই আমার ইচ্ছে।'

ওকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হলো। কারণ জীব বিজ্ঞান সম্পর্কে ওর কোনো পড়াশুনো ছিলো না। ওকে এখন লাইব্রেরীতে নিয়মিত দেখা যেতে লাগলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইলেকট্রনিক সূচীপত্র আর মাইক্রোফিল্ম নিয়ে ব্যস্ত দেখা গেল ওকে। নিজের বাড়িতেই তৈরি করে ফেললো ছোটোখাটো একটা ল্যাবরেটরি।

কয়েক বছর এভাবে পেরিয়ে গেল। একদিন সবুজ এসে বললো, 'তুমি তো রোবটের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা ছেড়ে দিলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদিকে রোবট কর্পোরেশন এখন নতুন এক ধরনের রোবট তৈরি করতে যাচ্ছে।'

বিজয় আগ্রহ দেখিয়ে বললো, 'কেমন শুনি?'

'ওরা এখন সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করতে যাচ্ছে। আসলে এগুলো হচ্ছে বিশাল আকৃতির এক একটা পজিট্রনিক ব্রেন। এই ধরনের ব্রেন একাই একজন রোবটকে একই সময়ে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করতে পারবে। রোবটদের আর নিজস্ব কোনো ব্রেন থাকছে না। ওই সেন্ট্রাল ব্রেনই সব রোবটকে নিয়ন্ত্রণ করবে। রোবটরা হবে শুধু ওই বিশাল ব্রেনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র।'

'এতে করে কি রোবটদের দক্ষতা বাড়বে?' বিজয় জানতে চাইলো।

সবুজ বললো, 'কর্পোরেশন তো তাই মনে করে। আসলে উদ্দেশ্য হলো তুমি ওদের ওদের যেমন ঝামেলায় ফেলেছো তেমন ঝামেলা যাতে আর ভবিষ্যতে না দেখা দেয় তা নিশ্চিত করা। ওরা এখন ব্রেন আর শরীর আলাদা করে ফেলেছে। এর ফলে ব্রেনের আর তার শরীর পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছে হবার সম্ভাবনা নেই।'

সবুজ একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো, 'রোবট বিজ্ঞানের ইতিহাসে তোমার যে প্রভাব পড়েছে তা কিন্তু সত্যি অবাক হবার মতো। তুমি কাঠ খোদাই করতে শুরু করায় কর্পোরেশন এমন রোবট তৈরি করলো যারা শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের কাজে দক্ষ। তোমার স্বাধীনতার পথ বেয়েই এলো রোবটদের অধিকার সংরক্ষণ আইন। আবার এখন তুমি মানুষের মতো শরীর আদায়

www.BanglaBook.org

করে নেয়ায় ওরা ব্রেন আর শরীর আলাদা করতে উঠে পড়ে লেগেছে।'

বিজয় বললো, 'আমার ধারণা কর্পোরেশন শেষ পর্যন্ত একটা দানবীয় আকারের ব্রেন বানাবে। যা কিনা কয়েক মিলিয়ন রোবটের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু এই প্রবণতা শেষ পর্যন্ত খুব মারাত্মক হতে পারে। ঘটতে পারে ভয়াবহ বিপদ।'

সবুজ বললো, 'হতে পারে। কিন্তু অন্ততঃ আরো এক শতাব্দী পেরিয়ে যাবে তার আগে। আর আমি ততদিন বেঁচে থাকবো না। আসলে আর হয়তো বছরখানেকও বাঁচবো না। বয়স হলো তো!'

বিজয় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তার সার্কিটে কোথায় যেন গোলমাল শুরু হয়ে গেল। সে শুধু বললো, 'সবুজ!'

সবুজ বললো, 'এতে আর নতুনত্ব কি আছে, বিজয়। তুমি তো আমাদের তিন পুরুষের মৃত্যু দেখলে। বাবা মারা গেছেন সে-ও তো আজ কুড়ি বছর পেরিয়ে গেল। যাক এসব কথা। আমি মারা যাবার পর আমাদের আর তো কেউ থাকছে না। এখন থেকে মানুষের চক্রান্ত আর অসহযোগিতার সাথে তোমাকে একাই লড়াই করতে হবে, আমি অবশ্য পরিবারের সব সম্পত্তি তোমার নামে উইল করে যাচ্ছি।'

'টাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা হলো!' বিজয়ের গলায় আহত মানুষের স্বর ফুটে উঠলো। আসলে চৌধুরী পরিবারের কারো মৃত্যু বিজয় এখনও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি।

সবুজ বললো, 'এবার তোমার খবর বলো। কাজ-টাজ কেমন

www.BanglaBook.org

হচ্ছে ?'

'আমি এমন একটা সিস্টেম ডিজাইন করছি যাতে করে এণ্ড-রোয়েড, অর্থাৎ আমি হাইড্রোকার্বনের দহন থেকে এনার্জি পেতে পারি। অর্থাৎ, এটমিক সেল থেকে এনার্জি পাবার বদলে মানুষের মতো...'

সবুজের চোখ কপালে উঠলো। 'মানে ? তুমি মানুষের মতোই শ্বাস প্রশ্বাস নেবে, খাদ্য গ্রহণ করবে ?'

বিজয় বললো, 'ঠিক ধরেছো।'

'কতোদিন ধরে তুমি এ নিয়ে কাজ করছো ?'

'বহুদিন। প্রায় শেষ করে এনেছি কাজটা।'

'কিন্তু কেন এতোসব, বলো তো বিজয় ? এটমিক সেলগুলো তো অনেক বেশি কার্যকর।'

'তা হয়তো সত্যি। কিন্তু এটমিক সেল যে অমানবিক,' বিজয় শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো। বুঝি তার কণ্ঠে কিছু দুঃখও ছিলো।

সবুজের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিজয় কিছুই করলো না। সবুজের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর ওর কোনো ব্যক্তিগত বন্ধু রইলো না। তবে 'জাস্টিস কনসালটেন্টস' বিজয়ের স্বার্থসংরক্ষণ করে যেতে থাকলো। বিজয় ওদের নিয়মিত মোটা ফিস দিচ্ছিলো। তার বিনিময়ে ওরা বিজয়ের আর্থিক দিকটা খুবই দক্ষতার সাথে ম্যানেজ করতে থাকলো। এবারে ওরা বিজয়ের হাইড্রোকার্বন দহন চেম্বারের দাবির আইনগত দিকটা নিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো।

বিজয় এবার একাই রোবট কর্পোরেশনে হাজির হলো। এই

www.BanglaBook.org

প্রথম এখানে একা আসা তার। এর আগে একবার স্যারের সাথে (সে আজ কতোদিনের কথা), আরেকবার সবুজের সাথে এসেছিলো সে।

'রোবট অ্যাণ্ড মেটাল মেন কর্পোরেশন' এতোদিনে অনেকখানি বদলে গেছে। মূল কারখানাটা এখন আর পৃথিবীতে নেই, একটা মহাশূন্য স্টেশনে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। অবশ্য সব ধরনের বড় বড় কলকারখানাই এখন মহাশূন্য স্টেশনগুলোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পৃথিবীটা এখন দেখতে পার্কের মতো। জনসংখ্যা এক হাজার কোটিতে স্থির হয়ে গেছে। এই জনসংখ্যা পুরো পৃথিবীতে সমানভাবে বেঁটে দেয়া হয়েছে। আর আছে প্রায় তিনশো কোটি রোবট।

কর্পোরেশনের এখনকার ডিরেক্টর হাসান মাহমুদ। ভদ্রলোকের গাঢ় রঙের চুল, লালচে চেহারা, থুতনীতে সামান্য দাড়ি। হাল আমলের ফ্যাশন অনুযায়ী শরীরের ওপরের অংশে একটা ব্রেস্ট ব্যাণ্ড ছাড়া আর কিছু নেই। বিজয় অবশ্য পুরনো আমলের টুপিস স্যুটই এখনও চালিয়ে যাচ্ছে।

হাসান মাহমুদ বললেন, 'বিজয়, আমি তোমার সম্পর্কে অনেক শুনেছি। পরিচিত হবার ইচ্ছে অনেকদিন থেকেই ছিলো। ভালোই হলো যে তুমি এসেছো। এটা খুবই দুঃখজনক যে রোবট কর্পোরেশন তোমার সাথে এতোদিন ধরে খুবই বিশ্রী ব্যবহার করেছে। আসলে তোমার সাথে সহযোগিতা করলে আমরা রোবটিক্সে অনেক লাভবান হতাম।'

'এখনও আপনারা লাভবান হতে পারেন,' বিজয় বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, আমার তা মনে হয় না। সময় পেরিয়ে গেছে। প্রায় পৌনে দুই শতাব্দী হতে চললো পৃথিবীতে রোবট সৃষ্টি হয়েছে। টেকনোলজী এবং টেকনোলজীর নীতিমালা অনেক বদলে গেছে। এখন পৃথিবীতে যেসব রোবট আছে তাদের নিজস্ব কোনো ব্রেন নেই। কেবল মহাশূন্যে নিজস্ব ব্রেন আছে এমন কিছু রোবট রেখেছি আমরা।

'কিন্তু আমি? আমি তো পৃথিবীতেই রয়েছি,' বিজয় বললো।

হাসান মাহমুদ হাসলেন। 'তা সত্যি। কিন্তু তুমি আর কতোখানি রোবট বলো? তোমার মানুষ বনে যেতে আর বাকিটা কি আছে?...সে যাক, এবারে শুনি, কি অনুরোধ নিয়ে তুমি এসেছো।'

বিজয় মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিলো। বললো, 'আমার শরীরটাকে তো জৈব করে দেয়া হয়েছে। এখন আমি শক্তির একটা জৈব উৎস চাই। আমার নিজস্ব কিছু প্ল্যানও রয়েছে,' বিজয় তার সব পরিকল্পনা এবং ডিজাইন ব্যাখ্যা করে শোনালো।

হাসান মাহমুদ ধৈর্য না হারিয়ে বিজয়ের পুরো বক্তব্য শুনলেন। বিজয়ের কথা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শেষে বললেন, 'অসাধারণ! পুরো ব্যাপারটা কার মাথা থেকে বেরুলো?'

'আমারই,' বিজয় বললো।

হাসান মাহমুদ এবারে গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি যা চাইছো তা করতে গেলে তোমার শরীরে একটা ব্যাপক পরীক্ষামূলক অপারেশন করতে হবে। পরীক্ষামূলক বলছি এ কারণে যে, এ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরনের অপারেশন আমরা আগে করিনি। বিজয়, আমি পরিষ্কার বিপদের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। তুমি এ ঝুঁকি নিও না। যেমন আছো তেমনি থাকো।'

বিজয়ের চেহারা মানুষের মতো হলেও অভিব্যক্তি তেমন ফোটে না। কিন্তু ওর চেহারা দেখে এখন মনে হলো ও অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বললো, 'ডঃ মাহমুদ, আপনি আমার আসল কথাটাই ধরতে পারেননি। আমার ইচ্ছে পুরণ করা ছাড়া আপনাদের কোনো গত্যন্তর নেই। যে ডিভাইসটা আমি আমার শরীরে প্রয়োগ করতে চাইছি তা যদি আমার শরীরে প্রয়োগ করা যায় তাহলে তা মানুষের শরীরেও প্রয়োগ করা যাবে। আপনি তো জানেন ইতিমধ্যে প্রমথেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে দীর্ঘায়িত করার বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে আমি যে ডিভাইসটার প্ল্যান করেছি এর চেয়ে ভালো কোনো প্রমথেসিসের ডিভাইস হতে পারে বলে আমি মনে করি না।

'আমার নিজের ডিজাইন হওয়ায় আপাততঃ এই ডিভাইসটার পেটেন্ট আমারই। বুঝতেই পারছেন, আমি নিজেই ইচ্ছে করলে এই ডিভাইসটি বাজারজাত করতে পারি। এর ফলে মানুষের এমন শারীরিক অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যা অনেক ক্ষেত্রেই রোবটের শরীরের মতো গুণসম্পন্ন। বিশেষ করে দীর্ঘ জীবন লাভ এবং কিছু কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দক্ষতা রোবটের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে। তখন, আমার বিশ্বাস, আমার নিজের ব্যবসা যতোখানি জমজমাট হবে আপনাদের ব্যবসা ঠিক ততখানিই নেতিয়ে পড়বে।

'অন্যদিকে আপনারা যদি আমার ওপর এখন অপারেশনটি

www.BanglaBook.org

করতে রাজি হন এবং অঙ্গীকার করেন যে, ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিতে আমার চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতা করা হবে তাহলে রোবট এবং মানুষের দেহে প্রমথেসিস করার ডিভাইসটার পেটেন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। অবশ্য তা কেবল আমার ওপর পরিচালিত অপারেশনের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করবে।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতার সময় রোবটিক্সের প্রথম নিয়মটি ভঙ্গ হচ্ছে বলে কখনও বিজয়ের মনে হলো না। অভিজ্ঞতাই বিজয়কে শিখিয়েছে, মানুষের প্রতি অনেক খারাপ আচরণ শেষ পর্যন্ত তার এবং মানুষের উভয় পক্ষেরই মঙ্গল বয়ে আনে।

হাসান মাহমুদ বললেন, 'বিজয়, কর্পোরেশনের সব সিদ্ধান্ত আমি একা নেই না। এটা হবে একটা কর্পোরেট সিদ্ধান্ত। এতে কিছু সময় লাগবে।'

বিজয় বললো, 'আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি, তবে অনন্তকাল নয়।'

সাক্ষাৎকার শেষে বিজয়ের মনে হলো সবুজও বুঝি এর চেয়ে ভালো কিছু করতে পারতো না।

বিজয়কে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। সম্পূর্ণ সাফল্যের সাথেই অপারেশনটা সম্পন্ন হলো।

হাসান মাহমুদ বললেন, 'বিজয়, আমি অপারেশনের বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু তুমি যে-জন্যে ভাবছো সেজন্যে নয়। যদি অন্য কারো ওপর অপারেশন করা হতো আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হতাম না। কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার অনন্য পজি-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্রনিক ব্রেনটি নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে চাইছিলাম না। তোমার পজিট্রনিক পথ-রেখা এখন কৃত্রিম স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। আমার ভয় হয়, কোনো কারণে যদি তোমার শরীর বিকল হয়ে পড়ে তাহলে হয়তো ব্রেনটিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।'

'আমার অবশ্য রোবট কর্পোরেশনের সার্জনদের ওপর পুরো-পুরি আস্থা আছে,' বিজয় হেসে বললো। 'আমি এখন খেতে পারছি।'

'হ্যাঁ, নিজের চোখেই তো দেখলাম জলপাই তেল চুমুক দিয়ে খাচ্ছো। তোমার দহন চেম্বারটি মাঝে মাঝেই কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে। ব্যাপারটা বেশ কষ্টকর হতে পারে তোমার জন্যে,' হাসান মাহমুদ বললেন।

বিজয় বললো, 'আমি অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে আগে থেকেই ভাবছি। কিন্তু নতুন ডিজাইন ইতিমধ্যে করেই ফেলেছি। এমন একটা ডিভাইস তৈরি করতে যাচ্ছি যা কিনা শক্ত খাবারকেও ট্যাকল করতে পারবে। অর্থাৎ, শক্ত খাবারে যে-সব অদাহ্য কণা থাকবে, সেগুলো শরীর থেকে বার করে দেবার একটা ব্যবস্থা থাকবে।'

'তারমানে, পায়ুপথ এবং মলদ্বারের কথা বলছো?' অবাক হলেন হাসান মাহমুদ।

'সেরকম একটা কিছু।'

'তুমি আর কি চাও, বিজয়?'

'সবকিছু, মানুষের সবকিছু।'

'যৌনাঙ্গ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যদি আমার প্ল্যানে ফিট করে তাহলেই। আমার শরীরটা আমার কাছে একটা ক্যানভাস। এর ওপর আমি…'

'এর ওপর তুমি একটা মানুষ আঁকতে চাও?'

বিজয় চুপ করে রইলো।

হাসান মাহমুদ বললেন, 'তোমার খেয়ালটা বড্ড রিস্কি, বিজয়। তুমি তো আসলে যে-কোনো মানুষের চেয়েও অনেক বেশি দক্ষ, অনেক বেশি যোগ্য। কিন্তু যখন থেকে তুমি নিজেকে জৈব করে তুলতে শুরু করলে তখন থেকেই তোমার অধঃপতন শুরু হয়েছে।'

'কিন্তু আমার ব্রেনটা তো অক্ষত আছে,' বিজয় বললো।

'তা আছে। আচ্ছা বিজয়, সত্যি করে বলো তো তুমি আসলে কি চাও? প্রমথেসিসের যে কৌশল তুমি আবিষ্কার করেছো তা তোমার নামে বাজারজাত করা হয়েছে। সবাই তোমাকে একবাক্যে প্রমথেসিসের জনক হিসেবে মেনে নিয়েছে। তুমি এখন সম্মানিত, শ্রদ্ধার পাত্র। এখনও কেন তুমি তোমার শরীর নিয়ে বিপদজনক খেলা খেলছো?' শেষের দিকে হাসান মাহমুদের গলায় আবেদনের স্বর ফুটে উঠলো।

বিজয় চুপ করে রইলো।

চারদিক থেকে সম্মানের ঢেউ এসে বিজয়ের জীবনে আছড়ে পড়তে লাগলো। বেশ কিছু বিজ্ঞান সমিতি তাকে সদস্য পদ দিয়ে সম্মানিত করলো। বিজয় যাকে প্রথমে রোবোবায়লজী বলে চিহ্নিত করেছিলো সেই প্রমথেটলজীর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা সোসাইটি তৈরি হলো। বিজয় তার সভাপতি নির্বাচিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো।

'রোবট এণ্ড মেটাল মেন কর্পোরেশন' বিজয়ের নির্মাণের ১৫০-তম বার্ষিকী উপলক্ষে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করলো। বিজয়ের কাছে ব্যাপারটা প্রহসন মনে হলেও এই সম্মান সে নীরবে গ্রহণ করলো।

হাসান মাহমুদ ততদিনে রিটায়ার করেছেন। নৈশ ভোজে তাকেই সভাপতি করে আনা হলো। তার বয়স তখন ৯৪ বছর। তার কিডনী এবং লিভারে প্রমথেসিসের ডিভাইস সংযুক্ত হয়েছে। এ কারণেই তিনি তখনও বেঁচে ছিলেন। আবেগপূর্ণ একটি ভাষণ দিলেন তিনি। শেষে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে টোস্ট করলেন, 'দেড়-শত বার্ষিক রোবটের প্রতি।' বিজয় এখন মুখে বেশ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু পুরো ভোজ সভায় বিজয়ের মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফুটলো না। 'দেড়শত বার্ষিক রোবট' হতে তার ভালো লাগেনি।

শেষ পর্যন্ত প্রমথেটোলজীর প্রয়োজনেই বিজয়কে পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে যেতে হলো। সাম্প্রতিককালে চাঁদ যেন আরেকটা পৃথিবী হয়ে উঠেছিলো। আসলে শুধু ভিন্ন রকম মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়া চাঁদের সভ্যতা পৃথিবীর মতোই। মাধ্যাকর্ষণ বলের ভিন্ন হিসে-বের জন্যেই চাঁদে প্রমথেসিসের ডিভাইসে কিছু পরিবর্তন এবং সংশোধন করতে হলো। বিজয় সেখানে বছরখানেক বারোজন বিজ্ঞানীর একটা দলের নেতৃত্ব দিলো। যখন তার কোনো কাজ থাকতো না তখন সে চাঁদের রোবটদের মাঝে ঘুরে বেড়াতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজয় লক্ষ্য করতো ওকে দেখলে রোবটদের মধ্যে আনুগত্যের ভাব ফুটে উঠতো। আসলে এটা হচ্ছে মানুষের প্রতি রোবটদের স্বাভাবিক আচরণ। ওরা বিজয়কে মানুষ বলেই ভাবতো।

শেষে বিজয় একদিন পৃথিবীতে ফিরে এলো। চাঁদের ঘন বসতির তুলনায় পৃথিবীকে তার অনেক শান্ত বলে মনে হলো। 'জাস্টিস কনসালটেন্টস'-এর প্রধান এখন খালেদ গফুর। বিজয়কে দেখে সে অবাক হলো। বললো, 'শুনেছিলাম তুমি ফিরে আসছো। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি আশা করিনি তোমাকে।'

বিজয় অস্থিরভাবে বললো, 'আমি অধৈর্য্য হয়ে পড়ছি, খালেদ। চাঁদে আমি এক ডজন মানুষ বিজ্ঞানীর একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছি। আমার নির্দেশ ওরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। চাঁদের রোবটরা আমার সাথে এমন আচরণ করেছে যেন আমি একজন মানুষ। তাহলে, বলো, কেন আমি একজন মানুষ নই?' খালেদ বললো, 'তুমি তো নিজেই বলছো চাঁদের মানুষরা এবং রোবটরা তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে যেন তুমি একজন মানুষই। সুতরাং কার্যত তুমি তো একজন মানুষই হলে।'

'কার্যত নয়, আমি আইনের চোখে একজন মানুষ হতে চাই!' বিজয় জেদী গলায় বললো।

খালেদ গফুর বললো, 'এটা কিন্তু একেবারে ভিন্ন ব্যাপার হয়ে গেল। এক্ষেত্রে তোমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে মানুষের সংস্কার। আর একথা তো সত্যি, তোমাকে আপাতদৃষ্টিতে এবং কার্যত মানুষ বলে মনে হলেও আসলে তুমি ঠিক মানুষ নও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন নই ? কেন আমি মানুষ নই ?' বিজয় টেবিল চাপড়ে বললো। এ ধরনের অভিব্যক্তির জন্যে বিজয় নিজেও প্রস্তুত ছিলো না। কিন্তু সে সামলে নিলো। বললো, 'আমার চেহারা, শরীর মানুষের মতো। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো প্রমথেসিস ডিভাইস গ্রহণ করেছে এমন মানুষের মতো। আমি সভ্যতায় শিল্পী হিসেবে, সাহিত্যিক হিসেবে, ঐতিহাসিক হিসেবে, বৈজ্ঞানিক হিসেবে অবদান রেখেছি। আর তোমরা কি চাও ?'

খালেদ গফুরকে বিচলিত দেখালো। বললো, 'আমার নিজের কথা বলছি না, বিজয়। মুশকিল হচ্ছে, তোমাকে আইনত মানুষ হিসেবে ঘোষণা করতে হলে বিশ্ব পার্লামেন্টে একটা আইন পাশ করতে হবে। এটা সম্ভব হবে তেমন আশা আমি করি না।'

'এ ব্যাপারে কার সাথে আলাপ করা যায় বলতে পারো ?' বিজয় জিজ্ঞেস করলো।

'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে হয়তো আলাপ করা যেতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে তুমি আমার জন্যে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করো।'

'কিন্তু তোমার আবার মধ্যস্থতার দরকার কি ? তোমার এখন যা খ্যাতি...'

'না। তুমিই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবে।' বিজয়ের মনেও হলো না যে সে একজন মানুষকে আদেশ করছে। আসলে চাঁদে সে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো।

'আমি আসলে চাই যে ওরা জানুক, "জাস্টিস কনসালটেন্টস"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার পেছনে রয়েছে।'

খালেদ গফুর একটু ইতস্তত করলো। 'বিজয়, এ ব্যাপারে অবশ্য কিছু দ্বিমত…'

বিজয় ওকে বাধা দিলো। বললো, 'দ্বিমত? কিসের দ্বিমত? গত একশো পঁচাত্তর বছর ধরে এই ফার্মের জন্যে আমি অবদান রেখেছি। আগে এই ফার্মের কোনো কোনো সদস্যের কাছে আমি নানা ভাবে ঋণী ছিলাম। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন রকম। এখন বরং এই ফার্মই আমার কাছে অনেক অনেক ব্যাপারে কৃতজ্ঞ। আমি এখন প্রতিদান চাইছি।'

খালেদ গফুর শান্তভাবে বললো, 'আমার পক্ষে যা সম্ভব সব কিছুই আমি করবো।'

বিজ্ঞান ও টেকনোলজী কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ প্রিয়াঙ্কা রহমান। হাল ফ্যাশনের একটা স্বচ্ছ পোশাক পরেছে সে। শরীরের যেসব জায়গা নিজের ইচ্ছায় ঢাকতে চায় কেবল সেসব জায়গা এক ধরনের চোখ ঝলসানো উজ্জ্বলতার জন্যে ঢাকা পড়েছে। বললো, 'বিজয় আমি তোমার ইচ্ছেকে শ্রদ্ধা করি। তুমি তো রোবট হয়ে মানুষের মর্যাদার জন্যে লড়ছো। জেনে অবাক হবে, মানুষ হয়ে জন্ম নেয়ার পরও আমাদের মেয়েদের পূর্ণ মর্যাদার জন্যে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছিলো।… সে যাক, তোমার কথা বলো।'

বিজয় বললো, 'ম্যাডাম…'

বাধা দিলো প্রিয়াঙ্কা। 'এক সেকেণ্ড। বিজয়, তোমাকে আমি সাহায্য করবো একটি শর্তে। আমাকে তোমার বন্ধু মনে করতে

www.BanglaBook.org

হবে। আমাকে "তুমি" সম্বোধন করবে এবং নাম ধরে ডাকবে।'

বিজয় ম্লান হাসলো। বললো, 'বেশ। প্রিয়াঙ্কা, আমি আমার জীবনের অধিকার চাই। তুমি তো জানো, একটা রোবটকে যে-কোনো সময় ভেঙে ফেলা যায়।'

'একজন মানুষেরও প্রাণদণ্ড হতে পারে,' প্রিয়াঙ্কা বললো।

'মানুষের মৃত্যুদণ্ড আইন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। কিন্তু আমাকে ভেঙে ফেলার জন্যে একজন কর্তাগোছের মানুষের নির্দেশই যথেষ্ট। আমি একজন মানুষ হতে চাই, প্রিয়াঙ্কা। গত ছয় পুরুষ ধরে, পৌনে দুই শতাব্দী ধরে আমি শুধু তাই হতে চেয়েছি!' বিজয়ের গলা আবেগে বুজে এলো।

প্রিয়াঙ্কার চোখ জুড়ে অনেকখানি সমবেদনা। সে বললো, 'বিশ্ব পার্লামেন্ট আইন পাশ করে তোমাকে মানুষ বলে ঘোষণা করতে পারে। সে তো তারা একটি মৃত্তিকেও মানুষ বানাতে পারে। কিন্তু সেটা তারা করবে কিনা সে হচ্ছে ভিন্ন প্রসঙ্গ। আইন সভার সদস্যরা আর সবার মতোই সাধারণ মানুষ। আর সাধারণ মানুষের রোবট-ভীতির কথা তো জানোই।'

'এখনও রোবট-ভীতি?'

'এখনও। তোমাকে মানুষ হিসেবে মেনে নেবার পথে সবচেয়ে বড় বাধাটাই হচ্ছে ওই ভীতি। এবং ধরো, বিশ্ব পার্লামেন্ট তোমাকে মানুষ ঘোষণা করে আইন পাশ করলো। পরিস্থিতিটা কি হবে জানো? সব মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। সবার মনেই প্রশ্ন দেখা দেবে এভাবে একটা অবাঞ্ছিত ধারা সৃষ্টি হচ্ছে না তো।'

'কিন্তু ধারাটা আসবে কোত্থেকে? আমি হচ্ছি পৃথিবীর এক-

www.BanglaBook.org

মাত্র স্বাধীন রোবট। আমার মতো আর কোনো রোবট নেই এবং এরকম কোনো রোবট আর তৈরি করাও হবে না। তা-হলে…'

'[illegible] রাজনীতি সংস্কার বড় অদ্ভুত জিনিস। সে কোনো যুক্তি [illegible] না, [illegible] বিচার করতে পারে না। আমি তোমাকে আশা দিতে পারছি না। কি জানো, ব্যাপারটা যদি তুমি খুব গরম করে তোলো তাহলে পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে যেতে পারে।'

বিজয় জানতে চাইলো, 'যেমন?'

প্রিয়াঙ্কা একটু ইতস্তত করলো। তারপর বললো, 'হয়তো তখন আইন সভার ভেতরে এবং বাইরে তোমাকে ভেঙে ফেলার দাবি উঠতে পারে। অনেকেই তখন মনে করতে পারে সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলার এটা হচ্ছে সেরা পথ।'

বিজয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর বললো, 'কেউ তখন মনে রাখবে না প্রমথেটলজীর কথা? মনে রাখবে না, আমি মানুষকে প্রায় অমরত্বের স্বাদ এনে দিয়েছি?'

প্রিয়াঙ্কাকে দুঃখিত দেখালো। আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো সে। বললো, 'ব্যাপারটা নিষ্ঠুর। কিন্তু সত্যি। তখন মানুষ সব কিছুই হয়তো ভুলে যাবে। আর যদি তারা মনে রাখে তখন সেটা তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। ওরা বলবে, প্রমথেটলজী তুমি তোমার নিজের জন্যে আবিষ্কার করেছো। বলবে, মানুষকে রোবটে পরিণত করার জন্যে কিংবা রোবটকে মানুষে পরিণত করার কৌশল হিসেবে তুমি এটা করেছো। বিজয়, তুমি কখনও রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হওনি। তুমি জানো না, মিথ্যা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রচারণা কি ভয়াবহ রকম কার্যকর হতে পারে। লোকে তোমার সম্পর্কে যে-কোনো প্রচারণা তখন বিশ্বাস করবে।'

প্রিয়াঙ্কা চেয়ার ছেড়ে বিজয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। বিজয় ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রিয়াঙ্কা, আমি তবুও মানুষ হবার জন্যে লড়ে যাবো। তুমি এ লড়াইয়ে আমার পাশে থাকবে?'

প্রিয়াঙ্কা একটু ভেবে নিলো। বললো, 'যতোক্ষণ পারি থাকবো। বিজয়, তুমি বোধহয় জানো আমার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। তোমার হয়ে লড়তে গিয়ে যদি আমার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ হুমকির সম্মুখীন হয় তখন আমাকে সরে দাঁড়াতে হবে। কিছু মনে করো না, তোমাকে বন্ধু বলে ভাবছি বলেই খোলামেলা কথা বললাম।'

বিজয় বললো, 'অনেক ধন্যবাদ, প্রিয়াঙ্কা।'

'জাস্টিস কনসালটেন্টস' বিজয়কে ধৈর্য ধরতে বললো। আর এই ফাঁকে ওরা চেষ্টা করতে থাকলো কি করে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধিটাকে ছোট করে আনা যায়। এই উদ্দেশ্যে এক অভিনব কৌশল প্রয়োগ করা হলো।

এমন একজন লোকের পাওনা টাকা মেটাতে ওরা অস্বীকার করলো যে কিনা প্রমথেটিক হৃৎপিণ্ড ধারণ করে বেঁচে আছে। যুক্তি হিসেবে বলা হলো, 'একটি রোবটিক অর্গান নিয়ে যে লোক বেঁচে আছে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেই সাথে নষ্ট হয়ে গেছে মানুষ হিসেবে তার সাংবিধানিক অধিকার।'

এমন কৌশলে মামলাটা হারলো 'জাস্টিস কনসালটেন্টস' যে যখন মামলার রায় বেরুলো তখন বিজয়ের মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির স্বপক্ষে

www.BanglaBook.org

বেশ কিছু প্রয়োজনীয় যুক্তির অস্ত্র হাতে পেলো ওরা। ব্যাপারটাকে ছেড়ে না দিয়ে বিশ্ব আদালতে আপীল করা হলো। সেখানে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ধাপে ধাপে তারা মামলাটা হারলো এবং বিজয়ের কেসকে মজবুত করে নিলো।

কেটে গেল বেশ কটা বছর। এ মামলায় শেষ পরাজয়ের খবর যেদিন এলো 'জাস্টিস কনসালটেন্টস' সেদিন আয়োজন করলো এক বিজয় উৎসবের। খালেদ গফুর সে পার্টিতে বিজয়কে বললো, 'আমরা দুটো জিনিস করতে পেরেছি। প্রথমত, আমরা একথা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে একটি শরীরে যতোগুলো কৃত্রিম অঙ্গই থাকুক না কেন, তার ফলে মনুষ্যত্ব হানি ঘটে না। দ্বিতীয়ত, আমরা কৌশলে জনমতকে মনুষ্যত্বের বিশাল বিজিত এক সংজ্ঞার স্বপক্ষে নিয়ে এসেছি। এটা অবশ্য করতে পেরেছি এজন্যে যে এমন কোনো মানুষ নেই যে কিনা একদিন না একদিন প্রমথেসিসের ডিভাইস গ্রহণের আশা না রাখে।'

বিজয় মন দিয়ে শুনলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'কি মনে হয়? এখন পার্লামেন্ট আমাকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করবে?'

খালেদকে বিচলিত মনে হলো। বললো, 'আমি আশাবাদী হতে পারছি না। বিশ্ব আদালত এখনও পর্যন্ত একটা অঙ্গকে মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে। তুমি তো জানো, মানুষের ব্রেনটা হচ্ছে জৈব এবং বহুকোষী। আর তোমাদের, মানে রোবটের হচ্ছে প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম ধাতুর পজিট্রনিক ব্রেন। মুশকিল হলো, এমন টেকনোলজী আমাদের হাতে নেই যার সাহায্যে জৈব বহুকোষী ব্রেনের কাজ এবং কাঠামোকে নকল

www.BanglaBook.org

করে একটি ব্রেন আমরা তৈরি করতে পারি। তাহলে হয়তো তেমন একটি ব্রেনকে মনুষ্যত্বের সংজ্ঞার আওতায় রাখার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা যেতো।'

বিজয় জানতে চাইলো, 'আমরা তাহলে কি করবো এখন?'

খালেদ বললো, 'আমরা চেষ্টা করে যাবো। প্রিয়াঙ্কা রহমান এখন বিশ্ব পার্লামেন্টের সদস্য। তিনি এবং আরো বেশ ক'জন সদস্য আমাদের পক্ষে রয়েছেন।'

'আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবো?' বিজয় জানতে চাইলো।

'উহুঁ। তবে জনমতকে যদি তোমার স্বপক্ষে আনা যায়, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যদি মনুষ্যত্বের সংজ্ঞাকে এতোখানি বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করে যে তার ভেতর তুমিও পড়ে যাও তাহলে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া যাবে। তবে ফ্র্যাংকলি, বিজয়, সম্ভাবনাটা খুবই কম।'

'চেষ্টা করে যাও। আমি এর শেষ দেখবো, যদি শেষ বলে কিছু থাকে,' বিজয় বললো।

প্রিয়াঙ্কার বয়স বেড়েছে। স্বচ্ছ কাপড় পরার দিন আর নেই। চুল একেবারে ছোট করে কেটে ফেলেছে। একটা নলাকৃতি পোশাক পরেছে সে। বিজয় কিন্তু সেই দুশো বছরের পুরনো ফ্যাশনের জামাকাপড়ই পরে থাকে।

প্রিয়াঙ্কা বললো, 'বিজয়, আমরা যতদূর সম্ভব এগিয়েছি। আরেকবার হয়তো আমরা চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু পরাজয় আমাদের নিশ্চিত। গত কয়েক মাস ধরে এ ব্যাপারে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্মতৎপরতার ফল হবে আগামী নির্বাচনে পরাজয় বরণ করা।'

বিজয় বললো, 'অমি জানি, প্রিয়াঙ্কা। আমি দুঃখিত। কিন্তু এ তুমি কেন করতে গেলে? কথাই তো ছিলো তেমন সম্ভাবনা দেখা দিলে তুমি আমার ওপর থেকে সমর্থন উঠিয়ে নেবে।'

'মানুষ তার মন বদলায়, বিজয়,' প্রিয়াঙ্কা বললো। 'হঠাৎ করে মনে হলো আরেকবার আইন সভার সদস্য হবার চেয়ে তোমাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া অনেক ভালো।'

বিজয় চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'পার্লামেন্টের সদস্যদের মত পরিবর্তনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই?'

'যাদের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিলো তাদের আমরা এরই মধ্যে দলে এনেছি। বাদবাকিরা কিছুতেই মত বদলাবে না—আর, ওরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।'

'কিন্তু আবেগজাত ঘৃণা কি কোনো প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেবার জন্যে যথেষ্ট একটি কারণ হতে পারে?' বিজয় তীব্র কণ্ঠে জানতে চাইলো।

'না,' প্রিয়াঙ্কা বললো। 'কিন্তু ওরা তো বলছে না যে আবেগবশতঃ ওরা তোমার বিপক্ষে ভোট দিচ্ছে।'

বিজয় স্থিরভাবে কিছুক্ষণ প্রিয়াঙ্কার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, 'তারমানে ব্রেনটা নিয়েই যতো গোলমাল। কিন্তু, এটা কি ধরনের বিবেচনা বলো তো? শেষ পর্যন্ত কোষ বনাম পজিট্রনে এসে ঠেকলো বিরোধটা? কিন্তু এদের কার্যকারিতাকে বিবেচনায় নিয়েও তো একটা সংজ্ঞা দেয়া যেতো। কেবলমাত্র কি দিয়ে ব্রেনটা তৈরি তাই বিবেচনার বিষয় কেন হলো?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা তো এমনও বলতে পরি যে ব্রেন হচ্ছে এমন একটা বস্তু যার রয়েছে চিন্তা করার ক্ষমতা।'

প্রিয়াঙ্কা বললো, 'লাভ নেই, বিজয়। তোমার ব্রেন মানুষের তৈরি এটাই বড় কথা। তোমার ব্রেনটাকে তৈরি করা হয়েছে। আর মানুষের ব্রেন জৈবিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ উন্নীত হয়। যদি কোনো মানুষ চায় যে মানুষ আর রোবটের মধ্যে একটা দেয়াল সে তুলে রাখবে তাহলে এই কারণটাই যথেষ্ট।'

বিজয় চিন্তিত কণ্ঠে বললো, 'আমরা যদি শুধু ওদের ঘৃণার মূলে, বিরোধিতার মূলে পৌঁছতে পারতাম···'

প্রিয়াঙ্কা দুঃখিত হলো। ব্যথিত হলো। বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, 'তুমি এখনও মানুষের সাথে যুক্তি তর্কে যেতে চাইছো, বিজয়। এখনও তুমি আশা করছো মানুষ যুক্তি বুঝবে, যা ন্যায় তা মেনে নেবে। রাগ করো না, এ কেবল তুমি রোবট বলেই সম্ভব।'

'আমি জানি না, আমি জানি না। শুধু যদি আমি কেবল···' বিজয় তার কথা শেষ করলো না।

যদি বিজয় শুধু···

বিজয় জানতো, হয়তো শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তটা তার নিতে হবে। বেশ খুঁজে পেতে দক্ষ একজন রোবট সার্জন বের করেছে সে। কারণ, কোনো মানুষ সার্জন ওই অপারেশনটা করতে রাজি হবে না। এই রোবটটাও কোনো মানুষের ওপর এ অপারেশনটি করতে পারবে না। তাই বিজয় শেষ পর্যন্ত, দুঃখিত কণ্ঠে বলে, 'আমি, বিজয়, একটি রোবট।' তারপর যতোখানি সম্ভব মানু-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষের মতো দৃঢ় কণ্ঠে সে বলে, 'আমি তোমাকে অপারেশনটা করতে আদেশ করছি।'

রোবটিক্সের প্রথম নিয়ম, যেহেতু বাধা দিচ্ছে না, সেহেতু মানুষের মত দেখতে একটি রোবটের নির্দেশকেই সার্জন রোবটটা রোবটিক্সের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে মেনে নেয়।

যেটুকু দুর্বল লাগছে সেটুকু সম্ভবত মনেরই কল্পনা, বিজয় ভাবে। অপারেশন থেকে সে প্রায় সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে। হেলান দিয়ে বসতে পারে এখন।

প্রিয়াঙ্কা বলে, 'চূড়ান্ত ভোটাভুটিটা এ সপ্তাহেই হয়ে যাবে। এরচেয়ে বেশি আর দেরি করানো গেল না।···আমরা নিশ্চিত হেরে যাবো, বিজয়।'

বিজয় বলে, 'তুমি ওদের যেটুকু দেরি করিয়েছো এই যথেষ্ট। আমি ইতিমধ্যে আমার জুয়া খেলাটা খেলে ফেলেছি।'

প্রিয়াঙ্কা অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, 'কিসের জুয়া খেলা, বলো তো?'

'আমি তোমাকে বা "জাস্টিস কনসালটেন্টস"-কে ব্যাপারটা জানাইনি। ভেবে দেখো ব্রেনই যদি সব গোলমালের মূল হয় তাহলে আসল সমস্যাটা হচ্ছে অমরত্ব নিয়ে, তাই না? মানুষের ব্রেনের কোষগুলো ক্রমশঃ মারা যায়। যদি শরীরের আর সব অঙ্গপ্রতঙ্গগুলোকে সংরক্ষণ করা যায় তবুও ব্রেনের কোষগুলোর সম্পূর্ণ মৃত্যুর ফলেই মানুষ মারা যাবে। কেননা, মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ছাড়া ওই কোষগুলোকে নতুন করে সজীব করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায় না। আর ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন মানেই তো মৃত্যু।

'অন্যদিকে আমার পজিট্রনিক ব্রেন ইতোমধ্যে দুশো বছর টিকে গেছে এবং কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই আরো কয়েক শতাব্দী টিকে থাকবে। আমার তো মনে হচ্ছে এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা। মানুষ একটা অমর রোবটকে সহ্য করতে পারে, কিন্তু একজন অমর মানুষকে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। আসলে, একটি যন্ত্র কতোদিন টিকে থাকলো তাতে কি এসে যায়, বলো?'

প্রিয়াঙ্কা বলে, 'বুঝলাম। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কি করার আছে?'

বিজয় বললো, 'আমি এ সমস্যা দূর করে ফেলেছি। কয়েক দশক আগে আমার পজিট্রনিক পথ-রেখাকে জৈব শরীরের সাথে যুক্ত করা হয়। এখন আরেকটি অপারেশনের মাধ্যমে সংযোগ-টিকে এমন করে দেয়া হয়েছে যে এর ফলে খুব আস্তে আস্তে আমার পথ-রেখা থেকে ইলেকট্রো পোটেনশিয়াল নিঃশেষ হয়ে যাবে। এর ফলে একসময় সার্কিটটা আর কাজ করবে না।'

প্রিয়াঙ্কার ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলে, 'বিজয়! তুমি বলতে চাইছো তুমি তোমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছো? কিন্তু তুমি তো তা করতে পারো না। এটা রোবটিক্সের তৃতীয় নিয়মের বিরোধী।'

'না,' বিজয় বলে, 'বিরোধী নয়। কারণ, আমি আমার দৈহিক মৃত্যু এবং আমার ইচ্ছে ও স্বপ্নের মৃত্যুর মধ্যে প্রথমটাকে বেছে নিয়েছি। আমার স্বপ্নের বিনিময়ে দেহকে বাঁচতে দিলেই বরং তৃতীয় আইন ভঙ্গ করার অপরাধে আমি অপরাধী হতাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রিয়াঙ্কা বিজয়ের একটি হাত চেপে ধরে। 'বিজয়, এতে কোনো লাভ হবে না। কেন···কেন তুমি এমন করলে···'

'এখন ভেবে আর কোনো লাভ নেই, প্রিয়াঙ্কা। যা হবার হয়ে গেছে। আর বড় জোর এক বছর বাঁচবো আমি। আগামী বছর আমার দুশো বছর পুরো হবে। এরপরই আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছি আমি।'

'বিজয়, কেন তুমি এটা করলে? জীবনের বিনিময়ে কী তুমি চাইছো?' প্রিয়াঙ্কা ব্যাকুল হয়ে বলে।

'আমি মনুষ্যত্ব চাইছি, প্রিয়াঙ্কা। আমার জীবনের চেয়ে যার মূল্য অনেক বেশি। যদি মানুষ হতে পারি তবে আমার জীবন দান সার্থক হবে, যদি না হতে পারি তবে এই অর্থহীন প্রতীক্ষার অবসান হবে।'

প্রিয়াঙ্কা হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। প্রায় দুশো বছর হয় পৃথিবীতে রোবট সৃষ্টি হয়েছে। একটি রোবটের জন্যে মানুষের এই প্রথম কান্না।

আশ্চর্য এই যে বিজয়ের এই শেষ কীর্তিটা জগতকে দারুণভাবে নাড়া দিয়ে গেল। এর আগে বিজয়ের সব কাঠখড় পোড়ানোই ব্যর্থ হয়েছে। অথচ যখনই সে মনুষ্যত্বের জন্যে অমরত্বকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলো তখনই মানুষের মন ঘুরে যায়। সবাই একমত। এই আত্মত্যাগ বিজয়কে মানুষে পরিণত হবার যোগ্যতা এনে দিয়েছে।

শেষ অনুষ্ঠানটা আয়োজন হয় বিজয়ের দুশোতম জন্মদিনের

www.BanglaBook.org

দিন। বিশ্ব প্রেসিডেন্ট সেদিনই বিলটিতে সই দেবেন এবং সেটা আইনে পরিণত হবে। সারা পৃথিবীতে, চাঁদে এবং মঙ্গলগ্রহে অনুষ্ঠানটা সরাসরি টেলিকাস্ট করা হবে।

বিজয় একটা হুইল চেয়ারে চেপে অনুষ্ঠানে এলো। হাঁটতে এখনও পারে সে। কিন্তু শরীর বড্ড কাঁপে।

টেলিভিশনে সমস্ত মানবজাতির সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব প্রেসিডেন্ট বললেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে তোমাকে দেড়শত বার্ষিক রোবট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলো, বিজয়।' সামান্য থেমে গলাটাকে আরো ভরাট করে নেন তিনি। বললেন, 'আজ আমরা তোমাকে দ্বিশত বার্ষিক মানুষ বলে ঘোষণা করছি।'

বিজয় যখন হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে প্রেসিডেন্টের দিকে হাত বাড়ালো তখন তার মুখে মানবতার হাসি, স্বাধীনতা এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের হাসি।

বিছানায় শুয়ে বিজয় চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে বারবার। মানুষ! শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়েছে বিজয়! বিজয় চায় এটাই পৃথিবীতে তার শেষ চিন্তা হয়ে থাকুক। মৃত্যুর কোলে যাবার আগে এটাই হয়ে থাকুক তার শেষ অনুভব।

চোখ মেলে শেষবারের মতো তাকায় সে। প্রিয়াঙ্কা শান্ত হয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আরো আছে অনেকেই। কিন্তু আর সবাই যেন ছায়া, যেন ধূসর, আবছা কোনো কিছু। শুধু প্রিয়াঙ্কাই উজ্জ্বল, আলোকিত। দুর্বল হাতটা একটু একটু করে বাড়িয়ে দেয় বিজয়। অনুভব করে প্রিয়াঙ্কা তুলে নেয় হাতটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন প্রিয়াঙ্কাও ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। শেষবারের মতো প্রিয়াঙ্কার মুখটা ভেসে ওঠে। প্রিয়াঙ্কার মুখটা হারিয়ে যাবার আগেই একটা পলাতক ভাবনা মনের কোন্ গহন কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আবার হারিয়ে যায়।

'ছোট আপুমনি,' বিজয় ফিসফিস করে বলে।

তারপর সবকিছু স্থির, অন্ধকার।

[আইজ্যাক আসিমভ-এর 'দি-বাইসেন্টিনিয়াল ম্যান' অবলম্বনে।]

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG